Contents

- What's New
- About SEC
- Stock Exchanges
- Listed Companies
- Securities Laws
- Prospectus
- Home page
- Annual Reports
- Investors' Information
- Quarterly Reviews
- Press Release
- Feed Back

এসইসি'র প্রকাশনা

- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের প্রসপেক্টাস
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের প্রকাশিত অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী
- সিকিউরিটিজ আইন, রুলস্ ও রেগুলেশনস্/গেজেট নোটিফিকেশনস্
- পুঁজিবাজারের উপর স্থানীয়/বিদেশী প্রকাশনা
- এসইসি প্রকাশনার গ্রাহক হওয়ার সুযোগ

রেফারেন্স রুম

সময় সূচী : রবিবার-বৃহস্পতিবার ১০.০০ - ৪.০০টা

জীবন বীমা টাওয়ার (২১ তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন নং : ৯৫৬৮১০১-০২, ৯৫৬১৫২৫ (এক্স : ৫৮)

Printed by : R. J Printing & Packaging, [illegible]

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১১-২০১২

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১ তলা)
১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৬৮১০১-২, ৯৫৬১৫২৫
ফ্যাক্স ঃ (৮৮)-০২-৯৫৬৩৭২১
Website: http://www.secbd.org
E-mail: secbd@bdmail.net

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	চেয়ারম্যানের প্রতিবেদন	৩
২	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নির্দেশক	৮
৩	বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাজার	১১
৪	বাংলাদেশের পুঁজিবাজার	১৩
৫	ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরী রিফরমস এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স	১৯
৬	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি	২২
৭	ক্যাপিটাল ইস্যু	২৩
৮	কর্পোরেট ফাইন্যান্স	২৬
৯	নিবন্ধন	২৯
১০	মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি	৩১
১১	সার্ভেইল্যান্স	৩২
১২	সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস্ এন্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ	৩৪
১৩	সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ	৪৫
১৪	সিডিএস	৪৭
১৫	এনফোর্সমেন্ট	৪৮
১৬	আইন	৪৯
১৭	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)	৪৯
১৮	গবেষণা ও উন্নয়ন	৫০
১৯	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৫২
২০	কমিশনের আর্থিক অবস্থার বিবরণী	৫৩
২১	পরিশিষ্টসমূহ	৫৪
২২	কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও নির্বাহীদের তালিকা	৭৫

চেয়ারম্যান
সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

প্রতিবেদন

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ জারীর মাধ্যমে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালের ৮ই জুন, যার মূল লক্ষ্য হ'ল বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন। কমিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পুঁজিবাজারের আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন, সিকিউরিটিজের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অটোমেশন পদ্ধতির প্রবর্তন, সেন্ট্রাল ডিপজিটরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার সংরক্ষণ ও হস্তান্তর, বিনিয়োগকারীদের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক সিকিউরিটিজের তাৎক্ষনিক বাজারমূল্য ও ইনডেক্স তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা, সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনা মূল্যে এসইসি'র নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের পুঁজিবাজার বিষয়ক নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদি পুঁজিবাজারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সরকারী শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ব কিছু প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ মেয়াদী পুঁজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজার প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করছে। তবে ২০১০ সালের ডিসেম্বরে পুঁজিবাজারের ব্যাপক দরপতনের ফলে বাজারের বিভিন্ন দুর্বল দিকগুলিকে সংস্কার ও পুনর্গঠিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সরকার মে, ২০১১ তে নতুন কমিশন গঠন করে এবং পুঁজিবাজারের বিভিন্ন সংস্কার ও পুনর্গঠনের তাগিদ দেয়। ২০১০ সালের ডিসেম্বরে পুঁজিবাজার এর অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের কারণ উদঘাটনের জন্য সরকার পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি ২০১১ গঠন করে। পরবর্তীতে কমিটির রিপোর্ট সরকার হুবহু প্রকাশ করেছে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গঠিত নতুন কমিশন বাজার মনিটরিং ও সার্ভেইল্যান্স ব্যবস্থা আধুনিকায়নের জন্য গুরুত্ব আরোপ করে। এর ফলশ্রুতিতে এশিয়ান ডিভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় Improvement of Capital Market and Insurance Governance Project: Sub Project 3: Improvement of Capital Markets Governance Project শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কমিশনের সার্ভিইল্যান্স সিস্টেম আধুনিকায়নের জন্য একটি আধুনিক সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। এ ছাড়া স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহকেও তাদের সার্ভিল্যান্স ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও জোরদার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জ এর ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন বাজার উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এডিবি এর সাহায্যপুষ্ট Capital Market Development Program-II প্রকল্পের মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জ এর ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে।

পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজিবাজারের সংকটের নিরসন, বাজার উন্নয়ন তথা সংস্কারের জন্য কাজ করার প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিক নির্দেশনা প্রদান

করেছেন এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে তাগিদ দিয়েছেন। সরকার এ বিষয়ে একটি বিশেষ স্কীম কমিটি গঠন করেছে। পর্যাপ্ত পরিমান শেয়ার ধারণ না করে লিষ্টেড কোম্পানিতে পরিচালক হিসাবে কাজ করা বাজারের একটি বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য লিষ্টেড কোম্পানির জন্য এর পরিচালকদের (ইনডিপেন্ডেন্ট পরিচালক ব্যতিত) নূন্যতম ২% শেয়ার ধারণ এবং কোম্পানির পরিচালকদের মোট নূন্যতম ৩০% শেয়ার ধারণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে সাময়িকভাবে কিছু সমস্যা হলেও দীর্ঘমেয়াদে তা বাজার স্থিতিশীলতার জন্য ভালফল বয়ে আনবে বলে কমিশন মনে করে।

পুঁজিবাজারের জন্য কর্পোরেট গর্ভানেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কমিশন বিদ্যমান কর্পোরেট গর্ভানেন্স গাইড লাইন সংস্কারের জন্য কাজ করছে। এ ছাড়া স্টক একচেঞ্জ এ কর্পোরেট ফিন্যান্স বিভাগ স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যাতে কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আরও ভালভাবে পরীক্ষিত হয়।

বিনিয়োগকারীরা যেন পুঁজিবাজার পরিস্থিতি এবং তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারে সেজন্য রিসার্চ এনালাইসিস বিধিমালা তৈরী প্রক্রীয়াধীন। বাজার ও তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজ সম্পর্কে সঠিক রিসার্চ এনালাইসিস থাকলে তা বিনিয়োগকারীদের সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। তাছাড়া বিনিয়োগ উপদেষ্টা বিধিমালা তৈরী প্রক্রিয়াধীন।

কমিশন The Securities and Exchange Ordinance, 1969 এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ সংস্কারের জন্য খসড়া বিল আকারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করেছে। কমিশন বুকবিল্ডিং পদ্ধতিরও সংস্কার করেছে যাতে এই পদ্ধতির অপব্যবহার রোধ করা যায় এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। ফলে কোন কোম্পানি বুকবিল্ডিং পদ্ধতিতে IPO তে আসতে চাইলে সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করার সুযোগও উন্মুক্ত থাকছে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট মূল্য পদ্ধতিতেও IPO তে আসতে পারবে।

বাজারের অসাধু কিছু খেলোয়াড় ও বিনিয়োগকারীদের বিষয়ে কমিশন তদন্ত সম্পাদনপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর ফলে অসাধু কার্যক্রম সংঘটিত না করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে যা বাজার উন্নয়নে সহায়ক হবে। পাশাপাশি কমিশন আভ্যন্তরীণ সংস্কারেও হাত দিয়েছে যাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন কোম্পানির যে কোন উন্নয়ন উদ্যোগে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করতে উল্যেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করি। তবে এ ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাংকার, ব্রোকার ডিলার, এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, অডিটরস্, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী, বেসরকারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, স্টক এক্সচেঞ্জ ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে আরও অধিক পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে কমিশনেরও জনবল বৃদ্ধি এবং তাদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। বিনিয়োগকারীদেরকেও আরও অধিক সচেতন হতে হবে এবং বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে যেন তারা অযাচিত ঝুঁকি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল বিভাগসহ বেশ কিছু জেলা শহরে ট্রেডিং নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নতুন সিকিউরিটিজের যোগান ও বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাজার ও বিনিয়োগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এসইসি, ডিএসই, সিএসই, মার্চেন্ট ব্যাংক ও বিআইসিএম প্রতিমাসে দুই বা তার অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত করে আসছে।

ভাল সিকিউরিটিজের যোগান বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কমিশন ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে পুঁজিবাজারে আরও ৯টি মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ, ৩ টি এ্যাসেট ম্যনেজম্যান্ট কোম্পানি সনদ, ২ টি সিকিউরিটি কাষ্টডিয়ান সনদ, ৩১ টি স্টক ব্রোকার ও স্টক ডিলার সনদ এবং ৪টি ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী সনদ প্রদান করেছে।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড পুঁজিবাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইন্সট্রুমেন্ট। দক্ষ বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই ধরনের ফান্ডগুলি পরোক্ষভাবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে হ্রাস করে থাকে। বাজারে এ ধরনের সিকিউরিটিজ বৃদ্ধির জন্য কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর জন্য বিধি-বিধান এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছে। ক্লোজড-এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ম্যাচিউরিটি সীমা ১০ বছর নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং যাদের এই সীমা ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য ম্যাচিউরিটি সীমা ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ স্থির করে দেয়া হয়েছে। ২০১১-২০১২ সময়ে বাজারে ৬ টি নতুন মিউচ্যুয়াল ফান্ড আইপিও এর মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভুক্ত হয়েছে। মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা মার্কেটের ঝুঁকি হ্রাস করতে তথা স্থিতিশীলতার আবহ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে।

জুলাই ২০১১ হতে জুন ৩০, ২০১২ পর্যন্ত সময়ে পুঁজিবাজারে ১১টি কোম্পানিতে শেয়ারে আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে ১০৪৭.৩৮২৮ কোটি টাকা (প্রিমিয়ামসহ)। উক্ত কোম্পানিসমূহের ১০৪৭.৩৮২৮ কোটি টাকার (প্রিমিয়ামসহ) পুঁজি উত্তোলনের বিপরীতে সাধারণ পাবলিকের কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণের পরিমাণ ছিল ৪০৬৭.৫৭৫৬ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে কোম্পানিসমূহের শেয়ার ক্রয়ের জন্য কোম্পানি প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের গড় আবেদনের পরিমাণ ছিল তাদের জন্য নির্ধারিত পাবলিক ইস্যুর অঙ্কের ৩.৮৮ গুণ যা প্রাথমিক বাজারে সিকিউরিটিজ এর চাহিদার পরিচায়ক। এছাড়া ১৫টি কোম্পানিতে রাইট ইস্যুর মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে ২,০৪০.২৭ কোটি টাকা। কমিশন জুলাই ২০১১-জুন ২০১২ সময়ে ১০৯টি প্রাইভেট লিঃ এবং ৮১টি পাবলিক লিঃ কোম্পানির যথাক্রমে ৪,৬৯০.৮৪ কোটি টাকা এবং ৫,৩৯৮.৮৭ কোটি টাকার পেইড-আপ ক্যাপিটাল অনুমোদন করেছে।

জুন ২০১২ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ এ চালু বিও হিসাবের সংখ্যা ২৩.৯২ লক্ষ, ২৯৪ টি সিকিউরিটি ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে এবং ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্টের সংখ্যা ৩৭১টি। সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) এর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে তাদেরকে নিয়মিত সিস্টেম অডিট করার জন্য এবং ডাটার সুরক্ষার জন্য অন্য কোন বিভাগীয় শহরে ডাইজেস্টার রিকভারী সাইট স্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বিগত বছরগুলির বাজার চিত্রে দেখা যায় যে, ২০১১-১২ সালের শেষে বাজার মূলধন দেশের মোট জিডিপির ৩১.৬৪% (প্রত্যাশিত জিডিপি অনুযায়ী)। ২০১০-১১ এ ছিল ৪১.২২%, ২০০৯-২০১০ ছিল ৪৩.৯২%, ২০০৮-২০০৯ এ ছিল ১৯.৬%, ২০০৭-২০০৮ এ ছিল ১৭.০৬%, ২০০৬-২০০৭ এ ছিল ১০.০৭%, ২০০৫-২০০৬ এ ছিল ৫.১৮%, ২০০৪-২০০৫ এ ছিল ৫.৯৯% এবং ২০০৩-২০০৪ এ ছিল ৪.১০%। লক্ষ্য করা যায় যে, এই হার ক্রমবর্ধমান তবে ২০১১-২০১২ এ মন্দা বাজারের ফলে তা কিছুটা কমেছে।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার মূলতঃ ইক্যুইটি নির্ভর হলেও আর্থিক বাজারের গভীরতা বৃদ্ধির জন্য বন্ড মার্কেট সৃষ্টি ও সক্রিয় করা প্রয়োজন। আলোচিত অর্থবছরে কমিশন বন্ড মার্কেটের জন্য একটি বিধিমালার খসড়া প্রস্তুত করেছে

এবং এর খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিক পরীক্ষাধীন রয়েছে। বাজারে বন্ডের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য এবং সরকারী বন্ডের পরিচিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে ১ জানুয়ারী ২০০৫ হতে সরকারী বন্ডগুলিকে সেকেন্ডারী মার্কেটে বেচা-কেনার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১২ এ বাজারে ৩ টি কর্পোরেট বন্ড, ৮টি ডিবেঞ্চার এবং ২২১টি ট্রেজারী বন্ড বিদ্যমান। এ সময়ে বাজারে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির সিকিউরিটিজ এর বাজার মূলধন ২,৪৯,১৬১.২৯ কোটি টাকা, শুধু শেয়ারের ১,৮৯,৯৯৮ কোটি টাকা, মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ৩,৫৮৮ কোটি টাকা এবং বন্ডের (ডিবেঞ্চার, টি-বন্ড, কর্পোরেট বন্ড) ৫৫,৫৭৪ কোটি টাকা। একটি কার্যকর বন্ড মার্কেট সৃষ্টির জন্য সরকার, এসইসি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ৩০, ২০১১ সালের ৪৯০টি থেকে বেড়ে ২০১২ সালের জুন ৩০ তারিখে ৫১১ টিতে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০১২ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩,৩৬২.৯৫ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০১১ এর ৮০,৬৮৩.৯০ কোটি টাকার তুলনায় ১৫.৭১% বেশী। ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এ সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল মোট ২,৮৫,৩৮৯.২২ কোটি টাকা, যা (১২.৬৯%) হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০১২ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ২,৪৯,১৬১.২৯ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ২০১১ সালের জুন শেষে ছিল ৫০৯৩.১৯ যা জুন ৩০, ২০১২ এ ২৩.৮৭% কমে দাঁড়ায় ৩৮৭৭.৬৪।

একইভাবে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ৩০, ২০১১ সালের ২৩৮টি থেকে বেড়ে জুন ৩০, ২০১২ এ ২৫১ টিতে দাঁড়িয়েছে। উক্ত এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ জুন ২০১১ এর শেষে ৩০২৯১.৭৩ কোটি টাকা থেকে ২৩.৮৭% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালের ৩০ জুনে ৩৭৫২২.০২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ জুন ২০১১ এর ২২৩৭৫৮.৫০ কোটি টাকা থেকে ১৬.৩৬% কমে ৩০ জুন ২০১২ এ দাঁড়ায় মোট ১,৮৭,১৫৩.২৯ কোটি টাকায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল শেয়ার মূল্যসূচক জুন ২০১১ শেষে ছিল ১৭০৫৯.৫৩ যা ১৯.৪৮% কমে ৩০ জুন ২০১২ শেষে দাঁড়ায় ১৩,৭৩৬.৪২।

পুঁজিবাজারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় বিভিন্ন সংস্কার মূলক কাজ চলমান রয়েছে। পুঁজিবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থার উন্নয়ন ঘটানো এবং একটি স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনের লক্ষ্যে কমিশন বাজারের বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অধিকতর বলিষ্ঠ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নির্দেশক

ক্রঃ নং	নির্দেশক	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২
১	জিডিপি(চলতি বাজার মূল্যে) টা: কোটিতে	৫৪৫৮২২	৬১৪৯৪৩	৬৯০৫৭১প্র	৭৮৭৪৯৫ প্র	৯১৪৭৮৪ প্র
২	জিডিপি বৃদ্ধি হার (১৯৯৫/১৯৯৬ স্থির মূল্যে) %	৬.২১	৫.৮৮	৬.০০প্র	৬.৬৬	৬.৩২ প্র
৩	শিল্পপণ্যের মূল্যসূচক	৩৮৪.৮২	৪১৩.০০	৪৪২.১২	৫৮০.২৪	৫৫০.২১ প্র
৪	বার্ষিক জিডিপি জনপ্রতি (ইউএস ডলার)	৫৫৯	৬২০	৬৮৭	৭৪৮	৭৭২
৫	বার্ষিক জিএনআই জনপ্রতি (ইউএস ডলার)	৬০৮	৬৭৬	৭৫১	৮১৬	৮৪৮
৬	বার্ষিক জিএনপি (চলতি বাজার মূল্যে) টা: কোটিতে	৫৯৪২১২	৬৭০৬৯৬	৭৫৮৯২৮	৮৬৯২১৭	১০০৪৭২৩
৭	ট্যাক্স ও জিডিপি অনুপাত %	৮.৯৬	৯.০৩	৯.০৩	১০.০৪	১০.৫৩
৮	বিনিয়োগ হার(জিডিপি এর %)	২৪.২১	২৪.৩৭	২৪.৪১	২৫.১৫	২৫.৪৫
	ক. পাবলিক সেক্টর	৪.৯৫	৪.৭০	৫.০১	৫.৬৪	৬.৩০
	খ. প্রাইভেট সেক্টর	১৯.২৫	১৯.৬৭	১৯.৪০	১৯.৫১	১৯.১৪
৯	শিল্প প্রবৃদ্ধি হার (জিডিপি এর %)	৭.২১	৬.৬৮	৬.৫০	৯.৪৫	৯.৭৬
	ক. বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৭.২৬	৬.৫৮	৫.৯৮	১০.৯৪	১০.৭৮
	খ. ক্ষুদ্র শিল্প	৭.১০	৬.৯	৭.৭৭	৫.৮৪	৭.১৮
১০	কৃষি প্রবৃদ্ধি হার (জিডিপি এর %)	২.৯৩	৪.১০	৫.৫৬	৫.০৯	১.৭২
১১	সেবা (জিডিপি এর %)	৪৯.৫০	৪৯.৭০	৪৯.৭৮	৪৯.৬০	৪৯.৪৫
১২	রপ্তানী- পণ্য ও সেবা (জিডিপি এর %)	১৭.৮০	১৭.৪০	১৬.২০	২০.৬০	১৩.৬০
১৩	আমদানী- পণ্য ও সেবা (জিডিপি এর %)	২৪.৫০	২২.৭০	২১.৩০	২৭.১০	১৮.৪০
১৪	ডোমেষ্টিক সঞ্চয় হার (জিডিপি এর %)	২০.৩১	২০.০৯	২০.১০	১৯.২৯	১৯.৩৭
১৫	জাতীয় সঞ্চয় হার (জিডিপি এর %)	৩০.২১	২৯.৫৭	৩০.০২	২৮.৭৮	২৯.৪০
১৬	মোট অভ্যন্তরিন ঋণ (জিডিপি এর %)	১৭.২২	১৭.৭২	১৬.৯২	১৭.৬৮	
১৭	মোট অর্থায়ন (জিডিপি এর %)	৪.১৩	৩.৫৭	২.৬২	৩.৭৯	
১৮	বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ (ইউএস ডলার মিলিয়নে)	৬৫০	৯৪১	৬৩৬	৭৬৮	৫৮০ (জুলাই-এপ্রিল)

ক্রম নং	নির্দেশক	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২
১৯	পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (ইউএস ডলার মিলিয়নে)	৪৮.০০	-১৫৯.০০	-১১৭.০০	-২৮	১৪২ (জুলাই-এপ্রিল)
২০	আভ্যন্তরিন ঋণ টা: কোটিতে	২৪৮৭৬৭.৮০	২৮৮৫০৭.২০	৩৪০১৭৬.০০	৪৩৩৪১৯.২০	৪৯৯৫৩৬.০০ (এপ্রিল)
২১	রাজস্ব সংগ্রহ টা: কোটিতে	৪৭৪৩৫.৬৬	৫২৫২৭.২৫	৬২১৫৭.১৮	৮২৩২০.৬৮	৮০৪২২.৮৪ (জুলাই-মে)
২২	মনিটারী এগ্রিগেট (টা: কোটিতে)					
	ক. ন্যারো মানি (M1)	৫৯৮৪৯.৯০	৬৬৪২৬.৯০	৮৭৯৮৮.৩০	১০৩১০১.১০	১০৫৮৬৬.১০ (এপ্রিল)
	খ. ব্রড মানি (M2)	২৪৮৭৯৪.৯০	২৯৬৪৯৯.৮০	৩৬৩০৩১.২০	৪৪০৫১৯.৯০	৪৯৩৮০৭.১০ (এপ্রিল)
	গ. কারেন্সি ইন সার্কুলেশন	৩৫৬৪৮.৫০	৩৯৪৪৮.৭০	৫০৪৬৫.৪০	৬০৫২৬.৯০	৬৩৭৯৭.১০ (এপ্রিল)
২৩	রিজার্ভ মানি টা: কোটিতে	৫২৭৮৯.৬০	৬৯৩৯০.০০	৮০৫১০.৩০	৯৭৪৯৩.৫০	৯১৬৯১.৮০ (এপ্রিল)
২৪	মানি সরবরাহ বৃদ্ধি (%)	১৭.৬৩	১৯.১৭	২২.৪৪	২১.৩৪	১২.১০
২৫	মনিটারী বেজ ও মানি সরবরাহ অনুপাত (%)	২১.২২	২৩.৪০	২২.১৮	২২.১৩	১৮.৫৭
২৬	রিজার্ভ মানি মাল্টিপল (গুণ)	৪.৭১	৪.২৭	৪.৫১	৪.৫২	৫.৩৯
২৭	ব্যাংক রেট (%)	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
২৮	ডিপোজিট রেট (ওয়েটেড গড়)	৭.৪৬	৮.২৬	৭.৪	৯.০৯	৮.১৭ (এপ্রিল)
২৯	কমার্শিয়াল লেন্ডিং রেট (ওয়েটেড গড়)	১১.৮২	১৩.৪৬	১২.৩৬	১৩.৭৪	১৩.৭২ (এপ্রিল)
৩০	লেন্ডিং ও ডিপোজিট রেট এর ব্যালান্স	৪.৩৬	৫.২	৪.৯৭	৪.৬৫	৫.৫৫ (এপ্রিল)
৩১	কল মানি রেট (মাসিক গড়)	৯.৭৪	১.৭১	৬.৬২	১০.৯৩	১৫.০৫ মে)
৩২	মুদ্রাস্ফিতি (ওয়েটেড গড়)	৯.৯৪	৬.৬৬	৭.৩১	৮.৮০	১০.৭৬ মে)
৩৩	ডলার কনভার্সন (মাস শেষে) ১$=টা:	৬৮.৫৩	৬৯.০৬	৬৯.৪৫	৭৪.১৫	৮১.৯৩ (জুন)
৩৪	আমদানী US মিলিয়নে	২১৬২৯.০০	২২৫০৭.১০	২৩৭৩৮.৪০	৩৩৬৫৭.৫০	২৯৮৫৩.২০ (জুলাই-এপ্রিল)
৩৫	রপ্তানী US মিলিয়নে	১৪১১০.৮০	১৫৫৬৫.১৯	১৬২০৪.৬৫	২২৯২৪.৩৮	১৯৭৭৭.০৪ (জুলাই-এপ্রিল)
৩৬	ট্রেড ব্যালান্স (US মিলিয়নে)	(৭৫১৮.২০)	(৬৯৪১.৯১)	(৭৫৩৩.৭৫)	(১০৭৩৩.১২)	(১০০৭৬.১৬)

ক্রঃ নং	নির্দেশক	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২
৩৭	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (US$ মিলিয়নে)	৬১৪৮.৮২	৭৪৭০.৯৬	১০৭৪৯.৭৪	১০,৯১১.৫৫	৯৫২০.৪৩ (মে)
৩৮	রেমিটেন্স (US$ মিলিয়নে)	৭৯১৪.৭৮	৬৯৮৯.২৬	১০৯৮৭.৪০	১১৬৫০.৩২	১১৭৭২.৫৭ (জুলাই-মে)
৩৯	সরকারের ঋণ:					
	ক. বাংলাদেশ ব্যাংক	২৫৫২৩.৮০	২৮৪৭৯.২০	২১৭৯৩.৩০	৩১৩৫৮.১০	৩৩৫০৪.৫০ (এপ্রিল)
	খ. ডিপোজিট মানি ব্যাংকস	৩৬৬৮১.৩০	৪৭৫৪২.৩০	৫২২৫২.৭০	৬৬৩০৬.১০	৮২৯৬৭.৪০ (এপ্রিল)

বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাজার

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজার, অর্থনীতিতে পরিবর্তন ও বানিজ্য ভারসাম্য

				জুন ২০১১ এর তুলনায় জুন ২০১২ এ পরিবর্তন			বার্ষিক সুদের হার
দেশ	জুন ২০১২	পিই অনুপাত	মার্কেট ইল্ড	সূচক পরিবর্তন (%)	GDP পরিবর্তন বর্তমান মূল্যে (%)	মুদ্রাস্ফীতি (%)	(স্বল্প মেয়াদি) (%)
বাংলাদেশ (DSE GEN)	৪,৫৭২.৮৮	১২.৫৩	৪.৩৫	(৩২.৫০)	১৩.৪২	২২.২৭	১১.৬০
ইন্ডিয়া (BSE 30)	১৬,৮৯৬.৬০	১৬.৪৯	১.৮০	৩.৫০	৫.৩০	১০.৪০	৮.৩৯
পাকিস্তান (Karachi 100)	১৩,৬৬৭.২০			১৪.৯০	৪.২০	১২.৩০	১৩.৩১
ইন্দোনেশিয়া (Jakarta Composite)	৩,৯৪৩.৯০			(০.৭০)	৬.৩০	৪.৫০	হ্রাস
মালয়েশিয়া (KLSE Composite)	১,৬০৪.৪০	১৬.০০	৩.০০	৫.৩০	৪.৭০	১.৯০	৩.৫৩
থাইল্যান্ড (SET)	১,১৭৩.২০	১৩.০০	৩.৩০	১৪.৭০	হ্রাস	২.৫০	৩.৫২
তাইওয়ান (তাইওয়ান ওয়েটেড)	৭,৩৩৪.৬০	১৮.০০	৪.৬০	৫.২০	০.৪০	১.৭০	১.২০
জাপান (Nikkei 225)	৮,৭৫২.৩০			০.৪০	২.৮০	০.৫০	০.৮৩
হংকং (Hang Seng)	১৯,৫১৮.৯০	১১.০০	৩.৩০	৬.০০	০.৪০	৪.৭০	১.০৪
সিঙ্গাপুর (Straits Times)	২,৮৫৫.৭০	১১.০০	৩.৬০	১০.৩০	১.৬০	৫.৪০	১.৪২
জার্মানী (DAX)	৬,৩৯২.১০			৬.০০	১.৭০	১.৯০	১.৬৩
ইউকে (FTSE 100)	৫,৬২২.৩০			২.২০	(০.১০)	২.৮০	১.৭৫
ইউএসএ (DJIA)	১২,৮২৪.৪০			৫.০০	২.০০	১.৭০	১.৬৪

এশিয়া প্যাসেফিক কয়েকটি দেশের আভ্যন্তরিন পুঁজিবাজার মূলধন ও জিডিপি

	বাজার মূলধণ (U$ in bn)	জিডিপি (U$ in bn)	বাজার মূলধন ও জিডিপি অনুপাত
দেশ	মে ২০১২		
বাংলাদেশ (DSE)	৩০.৯২	১০৩.৯৫	২৯.৭৫
ইন্ডিয়া (BSE)	১,০৩৫.৯১	১,৮৪৩.৩৮	৫৬.২০
পাকিস্তান (Karachi 100)	৩৭.১৬	২০৪.০৮	১৮.২১
শ্রীলঙ্কা (Colombo SE)	১৩.৬৯	৫৮.৮২	২৩.২৮
ইন্দোনেশিয়া (SE)			
বার্সা মালয়েশিয়া	৪০৬.২৪	২৪৭.৫৭	১৬৪.১০
থাইল্যান্ড(SE)	২৯৮.৯৬	৩৩৯.৪০	৮৮.০৯
তাইওয়ান (SE Corp.)	৬৬৮.১৪	৫০৪.৬১	১৩২.৪১
ফিলিপাইন (SE)	১৯২.৮৯	২১৬.১০	৮৯.২৬
জাপান(SE)	৩,২২৫.৪৪	৫,৮৫৫.৩৮	৫৫.০৯
হংকং এক্সচেঞ্জ	২,৩২০.২৩	২৪৬.৯৪	৯৩৯.৫৯
সিঙ্গাপুর এক্সচেঞ্জ	৬৩৭.৯৯	২৬৬.৫০	২৩৯.৪০

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন :

দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসাবে পুঁজিবাজার একটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি নিরাপদ ও স্বচ্ছ পুঁজিবাজার কোন দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিহার্য। এরূপ একটি নিরাপদ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক পুঁজিবাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে ৮ জুন, ১৯৯৩ সালে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন; এবং
- সিকিউরিটিজের যথাযথ ইস্যু নিশ্চিত করণ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন ।

কমিশন পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে থাকে এবং ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক এক্সচেঞ্জ ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তার যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার মাধ্যমে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সার্বক্ষণিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত যাঁরা আইন মোতাবেক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন এবং তাঁদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত হয়। কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) :

ডিএসই বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। ২৮ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে উক্ত স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। ২৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ডিএসই'র কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১২ জন সদস্য এক্সচেঞ্জ সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত হন এবং অপর ১২ জন, কমিশনের অনুমোদনক্রমে, নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত হন যারা এক্সচেঞ্জের সদস্য নহেন। বর্তমানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মোট সদস্য সংখ্যা ২৩৮, যাদের মধ্যে ২১৭টি সদস্য কমিশন হতে সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত। বর্তমানে ডিএসই তার অনলাইন ট্রেডিং কার্যক্রম দেশের বিভাগীয় শহরসহ বেশ কিছু জেলা শহরে বিস্তৃত করেছে যেমন গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, সাভার, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, কুষ্টিয়া, বরিশাল, রাজশাহী ও বগুড়া।

৩০ শে জুন ২০১২ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির সংখ্যা ৫১১টি, যার বিপরীতে ইস্যুকৃত মূলধন এর পরিমাণ ৯৩,৩৬২.৯৬ কোটি টাকা এবং বাজার মূলধন এর পরিমাণ ২,৪৯,১৬১.২৯ কোটি টাকা **(পরিশিষ্ট-১)**।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) :

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ হিসাবে ১৯৯৫ সালে সিএসই প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ সিএসই'র কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১২ জন সদস্য এক্সচেঞ্জ সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত হন এবং অপর ১২ জন, কমিশনের অনুমোদনক্রমে, নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত হন যারা এক্সচেঞ্জের সদস্য নহেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের মোট সদস্য সংখ্যা ১৪৮, যাদের মধ্যে ১৩৮ টি সদস্য কমিশন হতে সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত। বর্তমানে সিএসই তার অনলাইন ট্রেডিং কার্যক্রম দেশের বিভাগীয় শহরসহ বেশ কিছু জেলা শহরে বিস্তৃত করেছে যেমন চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, ফেনী, সিলেট, চৌমুহনী, নোয়াখালী, কক্সবাজার, খুলনা, যশোর, বরিশাল ও রাজশাহী। এছাড়া সিএসই ইন্টারনেট ট্রেডিং সিস্টেম চালু করেছে যার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ যে কোন স্থান থেকে উক্ত ইন্টারনেট ট্রেডিং সিস্টেমের মাধ্যমে সিএসই তে সিকিউরিটিজ কেনা-বেচা করতে পারেন।

৩০ শে জুন ২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির সংখ্যা ২৫১টি, যার বিপরীতে ইস্যুকৃত মূলধন এর পরিমাণ ৩৭,৫২২.০২ কোটি টাকা এবং বাজার মূলধন এর পরিমাণ ১,৮৭,১৫৩.২৯ কোটি টাকা **(পরিশিষ্ট-৩)**।

ওভার-দি-কাউন্টার মার্কেট বা OTC মার্কেট :

স্টক এক্সচেঞ্জের বাইরে ক্রেতা এবং বিক্রেতার পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে কোন মধ্যস্থতাকারী ব্যতিরেকে OTC মার্কেটে অনুমোদিত অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের শেয়ার কেনা-বেচা হয়ে থাকে। স্টক এক্সচেঞ্জ হতে তালিকাচ্যুত ও কমিশনের সম্মতিপ্রাপ্ত অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের শেয়ার উক্ত মার্কেটে লেনদেন করা যায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর OTC মার্কেটে এরূপ শেয়ার লেনেদেনের সুযোগ রয়েছে । Securities and Exchange Commission (Over-the-Counter) Rules, 2001 এর অধীনে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে OTC মার্কেট প্রতিষ্ঠা হয়। কমিশনের নির্দেশক্রমে ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯ এ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও-টি-সি মার্কেট চালু করে। OTC মার্কেটের সেটেলমেন্ট পদ্ধতি পাবলিক মার্কেটের অনুরূপ। ডিএসই ওটিসি মার্কেটে ৩০ জুন ২০১১ তারিখে অনুমোদিত কোম্পানির তালিকা **পরিশিষ্ট-৮** তে প্রদান করা হয়েছে।

তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের ক্যাটাগরাইজেশন :

তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের মুনাফা প্রদান, বাণিজ্যিক কর্মকান্ড, এজিএম অনুষ্ঠান, সিকিউরিটিজ ডিম্যাটকরন এবং পুঞ্জিভূত লোকসান পরিশোধিত মূলধনের চেয়ে বেশী হওয়া ইত্যাদি বিবেচনায় তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহকে A, B, G, N এবং Z ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়। এই ক্যাটাগরাইজেশন বিনিয়োগকারীদের সিকিউরিটিজ এর গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের মধ্যে "A" ক্যাটাগরিভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে । "B" ও "Z" ক্যাটাগরি কোম্পানির সংখ্যা গত বছরের তুলনায় যথাক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস পেয়েছে যা নিম্নের ছকে প্রতীয়মান হয়:

ক্যাটাগরি	ক্যাটাগরি নিরূপণের ক্রাইটেরিয়া	কোম্পানির সংখ্যা (অর্থ বছর ২০১০-১১)	কোম্পানির সংখ্যা (অর্থ বছর ২০১১-১২)
"A"	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়া, ১০% বা ততোধিক হারে লভ্যাংশ ঘোষণা ।	২৩৫	২৪২
"B"	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান, ১০% এর কম লভ্যাংশ ঘোষণ ।	৭	১৫
"G"	যে সকল কোম্পানি এখনও বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করেনি।	০	০
"N"	স্টক এক্সচেঞ্জে সদ্য তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহ তালিকাভুক্তির পর হতে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত সময়কাল "এন" ক্যাটাগরিভুক্ত হয়।	৫	৬
"Z"	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থতা বা কোনরূপ লভ্যাংশ প্রদান না করা, বা পুঁঞ্জিভূত লোকসান পরিশোধিত মূলধনকে ছাড়িয়ে যাওয়া, বা ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম স্থগিত বা বন্ধ থাকা ।	২০	১৯

ডেরিভেটিভস :

পুঁজিবাজারে আগাম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসকৃত সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টস প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে উক্ত ইন্সট্রুমেন্ট চালুর কোন আইনগত কাঠামো নেই এবং এ বিষয়ে বাজার মধ্যস্থতাকারী এবং বিনিয়োগকারীদের জ্ঞানও সীমিত। সিএসই বর্তমানে ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টস এর উপর প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করে যাচ্ছে। কমিশন এ সংক্রান্ত আইনগত বিষয়সমূহ খতিয়ে দেখছে যাতে ডেরিভেটিভ ইন্সট্রুমেন্ট চালুর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করা যায়।

বন্ড মার্কেট :

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার মূলতঃ ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ নির্ভর। বর্তমানে মাত্র ৮টি কোম্পানির ১৪ কোটি টাকার ডিবেঞ্চার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত রয়েছে। সরকারি বন্ড পরিচিতি এবং বাজারের গভীরতা বাড়াতে বিগত ১ জানুয়ারি, ২০০৫ তারিখ থেকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সরকারি ট্রেজারী বন্ড লেনদেন শুরুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে উক্ত স্টক এক্সচেঞ্জ এ আলোচিত অর্থ বছরে কোন লেনদেন সংঘটিত হয় নাই।

৩০ জুন ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ২২১টি সরকারি ট্রেজারী বন্ড, ৩টি কর্পোরেট বন্ড, ৮টি ডিবেঞ্চার রয়েছে যার বাজার মূলধন ৫৫,৫৭৪.৯৭ কোটি টাকা। তবে এখনও বন্ড মার্কেটের জনপ্রিয়তা তেমন গড়ে উঠে নাই। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বন্ড মার্কেটের উন্নয়নের জন্য যৌথভাবে কাজ করছে।

Investors Protection Fund :

বিনিয়োগকারীগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য Dhaka/Chittagong Stock Exchange Investors Protection Fund Regulations, 1999 এর অধীন উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে Investors Protection Fund এর ব্যবস্থা রয়েছে। কোন স্টক ব্রোকার যদি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া (insolvent) ঘোষিত কিংবা স্বেচ্ছাকৃত বা অন্য কোন কারণে উহা অবলুপ্তির (winding up) ফলে গ্রাহকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ উক্ত তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ৩০শে জুন, ২০১২ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরে আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী ডিএসইতে Investors Protection Fund এ জমাকৃত অর্থের পরিমান ৪৪,০৯,৬২৭.০০ টাকা এবং ৩০ শে জুন ২০১২ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী সিএসইতে Investors Protection Fund এ জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৬৬,৮২,৯৩১ টাকা। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ডিএসই ও সিএসইতে বিনিয়োগকারী কর্তৃক Investors Protection Fund এর বিপরীতে কোন ধরনের ক্ষতিপূরন আদায়ের দাবী উপস্থাপিত হয়নি।

প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন :

তালিকাভূক্ত কোম্পানিসমূহ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তারিখে জারিকৃত কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইড লাইন সঠিকভাবে পরিপালন করছে কিনা প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন এর উন্নয়নকল্পে কমিশন তা মনিটর করে থাকে। এই গাইড লাইনে কোম্পানির বোর্ড এ সদস্য সংখ্যা ৫-২০ নির্ধারণ, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর, কোম্পানি সচিব, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে বিভাগীয় প্রধান নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে । গাইড লাইন অনুসারে চেয়ারম্যান এবং প্রধান নিবর্হী কর্মকর্তা (সিইও) আলাদা ব্যক্তি হবেন। উক্ত গাইড লাইন অনুযায়ী উল্লিখিত বিষয়াবলীর পরিপালন সম্পর্কিত তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত থাকার বিধান রয়েছে। কমিশন উক্ত গাইডলাইনস্ এর পরিপালন নিশ্চিত করে থাকে।

ইন্টারনেটে সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম :

ইন্টারনেটের মাধ্যমে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিশেষ করে বিনিয়োগ বিষয়ে তথ্য প্রবাহ, মূল্য সংযোজিত তথ্য সেবা এবং সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংঘটিত হলে পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নানাভাবে উপকৃত হবে। এ লক্ষ্যে এসইসি ইন্টারনেটে সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালু করার প্রয়োজনে "Securities Activities Over Internet" শীর্ষক একটি বিধিমালা/গাইডলাইন তৈরীর জন্য কাজ করছে।

পুঁজিবাজারের সম্প্রসারণ ও ভবিষৎ :

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার একটি দ্রুত বর্ধনশীল পুঁজিবাজার। ১৯৫৬ সাল থেকে পুঁজিবাজারের শুরু হলেও এর দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে ১৯৯৩ সালে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে। ২০০০ সালে যেখানে বাজার মূলধন ছিল দেশের জিডিপি'র ২.২৪% সেখানে জুন ২০১২ শেষে সেটি দাঁড়িয়েছে ৩১.৬৪%। দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে যেখানে দৈনিক লেনদেন হতো ১০/১৫ কোটি টাকা সেখানে তা প্রায় ৪৯২ কোটি টাকায় পৌছেছে। লেনদেনের নেটওয়ার্কের পরিধি ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে দেশের ৬টি বিভাগেই বিস্তৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জেলা শহরে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে শুধু লেনদেনের নেটওয়ার্কের পরিধি বিস্তৃত হলেই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন এ বিষয়ে বিশেষ করে বিনিয়োগকারীগণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং তাদের মৌলভিত্তিক বিনিয়োগ প্রবনতা গড়ে উঠা যা তাদেরকে অযাচিত ক্ষতির হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা করবে ।

এসইসি, ডিএসই, সিএসই ও মার্চেন্ট ব্যাংকারগণ নিয়মিত বিনিয়োগকারীদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে বুকলেটও বের করা হয়েছে। আরও ব্যাপক পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানোর জন্য Bangladesh Institute of Capital Market নামে একটি প্রতিষ্ঠান অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে তার কার্যক্রম শুরু করেছে।

পুঁজিবাজারের গভীরতা বৃদ্ধির জন্য বন্ড মার্কেট এর উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং ডেরিভেটিভ মার্কেট শুরুর লক্ষ্যে কাজ চলছে। আশা করা যায় আগামী বছরগুলিতে এই ক্ষেত্রগুলির বিশেষ উন্নতি ঘটবে।

বর্তমানে একটি অটোমেটেড ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ চলছে। এটি প্রতিষ্ঠিত হলে লেনদেনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় আরও কমে আসবে এবং স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাজারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে তা আরও গতিশীল করবে।

বিগত কয়েক বছরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর বাজার মূলধন এবং জিডিপি'র অনুপাতে বাজার মূলধন এর হার নিম্নের চিত্রে তুলে ধরা হ'ল-

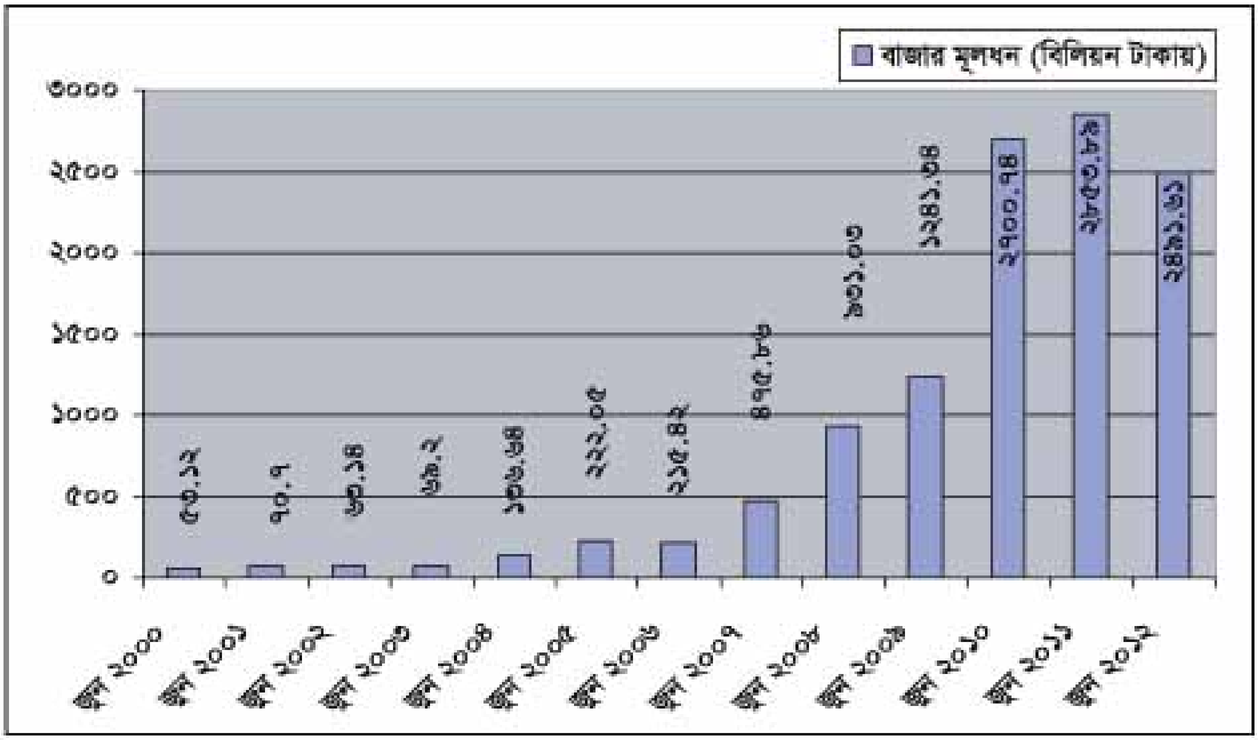

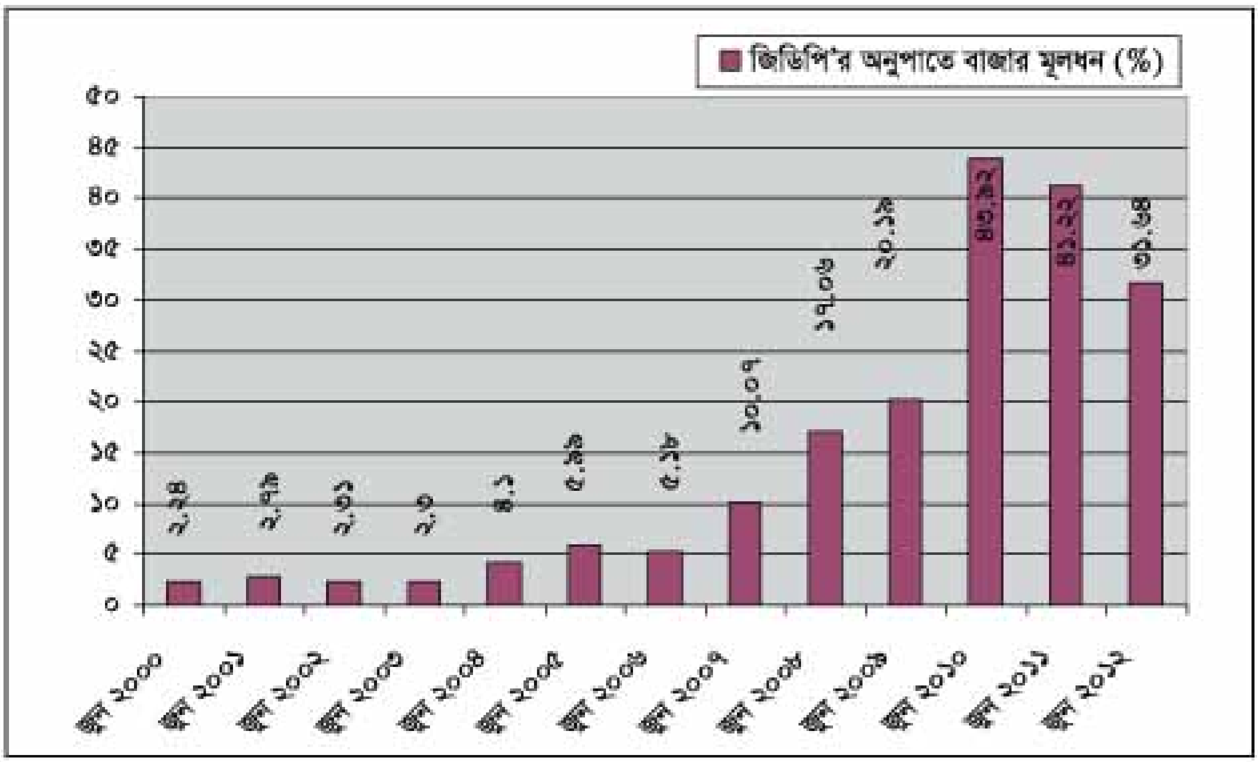

ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরী রিফরমস এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স

কমিশনের ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরী রিফরমস ও কমপায়েন্স (সিএমআরআরসি) বিভাগ পুঁজিবাজারের উন্নয়নের লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত রুলস/রেগুলেশন প্রণয়ন ও জারী করে থাকে, প্রয়োজন মোতাবেক উক্ত রুলস/রেগুলেশন এর সংশোধন সহ পুঁজিবাজার সংস্কার সংক্রান্ত কর্মকান্ড এই বিভাগ সম্পাদন করে থাকে।

জুলাই, ২০১১-জুন, ২০১২ সময়ে পুঁজিবাজার সংশিষ্ট নিম্নোক্ত সংশোধনী/আদেশ/নির্দেশনা জারি করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	শ্রেণী বিভাগ	সূত্র নং
১	Conditions under section 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969	Order	SEC/CMRRCD/2009-193/104/Admin/03-52 Dated: July 27, 2011
২	Exempting the insurance companies registered before enactment of Insurance Act, 2010 from certain conditions of the Notification No. SEC/ CMRRCD/2009-193/67/Admin/ 03-55 dated November 14, 2010	Notification	SEC/CMRRCD/2009-193/106/Admin/24 Dated: August 24, 2011
৩	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর বিধি ৫৬ এ উল্লিখিত পঞ্চম তফসিলের দফা ২ ও ৫ এর কার্যকারিতা ডিসেম্বর ৩১, ২০১১ইং তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করণ।	আদেশ	এসইসি/সিএমআরআরসি/২০০৯-১৯৩/১০৮ তারিখ: সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১১ইং
৪	সকল তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০.০০ (দশ) টাকা করণ।	আদেশ	এসইসি/সিএমআরআরসি/২০০৯-১৯৩/১০৯ তারিখ: সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১১ইং
৫	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানির উদ্যোক্তা অথবা পরিচালক অথবা কোন শেয়ার হোল্ডার যিনি উক্ত কোম্পানির ৫% বা তার বেশি শেয়ার ধারণ করেন, তিনি পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় করিতে পারিবেন না।	আদেশ	এসইসি/সিএমআরআরসি/২০০৯-১৯৩/১১১ তারিখ: সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ইং
৬	Conditions under section 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969	Notification	SEC/CMRRCD/2009-193/114/Admin.28 Dated: October 02, 2011

ক্রমিক নং	বিষয়	শ্রেণী বিভাগ	সূত্র নং
৭	Amendment to the Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006	Notification	SEC/CMRRCD/2008/186/115/ Admin/30 Dated: October 05, 2011
৮	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর সংশোধন	প্রজ্ঞাপন	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৭/১১৬/প্রশাসন/৩১ তারিখঃ অক্টোবর ১৩, ২০১১
৯	Repeal of some previous Notifications and Clauses	Notification	SEC/CMRRCD/2008/186/117/ Admin/32 Dated: October 26, 2011
১০	Amendment to the Securities and Exchange Commission	Notification	SEC/CMRRCD/2003-109/118/Admin/33
১১	Conditions under section 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 regarding shareholding by sponsors/ promoters and directors	Notification	SEC/CMRRCD/2009-193/119/Admin/34 Dated: November 22, 2011
১২	Regarding shareholding by sponsors/promoters and directors of the listed companies	Notification	SEC/CMRRCD/2009-193/120/Admin/35 Dated: December 07, 2011
১৩	Amendment to the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬	Notification	SEC/CMRRCD/2001-50/121/Admin/36 Dated: December 20, 2011
১৪	Amendment to the Notification No. SEC/CMRRCD/2008/186/115/Admin/30 dated October 05, 2011 published in the Bangladesh Gazette on October 27, 2011 regarding amendment to the Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006.	Notification	SEC/CMRRCD/2008/186/122/ Admin/37 Dated: January 31, 2012
১৫	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর সংশোধন	প্রজ্ঞাপন	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-০০২/১২২/প্রশাসন/৩৮ তারিখ: ফেব্রুয়ারি ০৯, ২০১২ইং
১৬	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর বিধি ৫৬ এ উল্লিখিত পঞ্চম তফসিলের দফা ২ ও ৫ এর কার্যকারিতা ডিসেম্বর ৩১, ২০১১ইং তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করণ।	আদেশ	এসইসি/সিএমআরআরসি/২০০৯-১৯৩/১২৩ তারিখ: ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১২ইং

ক্রমিক নং	বিষয়	শ্রেণী বিভাগ	সূত্র নং
১৭	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৫ক এর সংশোধন	প্রজ্ঞাপন	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-০০২/১২৪/প্রশাসন/৩৯ তারিখঃ মার্চ ১১, ২০১২ইং
১৮	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ৬ক এর সংশোধন	প্রজ্ঞাপন	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/১২৫/প্রশাসন/৪০ তারিখঃ মার্চ ১১, ২০১২ইং
১৯	Amendment to the Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001	Notification	SEC/CMRRCD/2003-09/126/Admin/41 dated March 11, 2012
২০	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর সংশোধন	প্রজ্ঞাপন	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/১২৭/প্রশাসন/৪২ তারিখঃ এপ্রিল ১৬, ২০১২ইং

স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকভূক্তি

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৬ টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসহ ১৫ টি কোম্পানি ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়েছে। উক্ত কোম্পানিসমূহ এর তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হলো :

ইস্যুয়ারের নাম	পরিশোধিত মূলধন (কোটি টাকা)	তালিকাভুক্তির তারিখ
রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৫৫.০০	০৪.০৭.২০১১
এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান	৩০০.০০	০৮.০৯.২০১১
রংপুর ডেইরি এন্ড ফুড প্রোডাক্টস লিঃ	৪০.০০	১৭.১১.২০১১
জাহিনটেক্স ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	৪৫.০০	১৭.১১.২০১১
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (আরপিও)	৮২.৭৪	৩০.১১.২০১১
এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	১৫০.০০	১১.০১.২০১২
এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৫০.০০	০৬.০২.২০১২
ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড	৫০০.০০	২২.০২.২০১২
জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিঃ	৪৭.৬৫	২৭.০৩.২০১২
পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ	৩০.০০	০৮.০৪.২০১২
জিপিএইচ ইস্পাত লিঃ	৯০.০০	০৮.০৪.২০১২
জিবিবি পাওয়ার লিঃ	৫১.০০	২০.০৫.২০১২
সায়হাম কটন মিলস লিঃ	১৩৫.২৫	২৯.০৫.২০১২
বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিঃ	১১৮.৫১	২৯.০৫.২০১২
এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড-১	১০০.০০	১০.০৫.২০১২

বিগত পাঁচ বছরে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

অর্থবছর	ইস্যুয়ার কোম্পানির সংখ্যা	
	ডিএসই	সিএসই
২০১১-২০১২	১৫	১৫
২০১০-২০১১	১৯	১৯
২০০৯-১০	২৩	২৩
২০০৮-০৯	১৪	১৪
২০০৭-০৮	১৪	১২

তালিকাভুক্তির চিত্র :

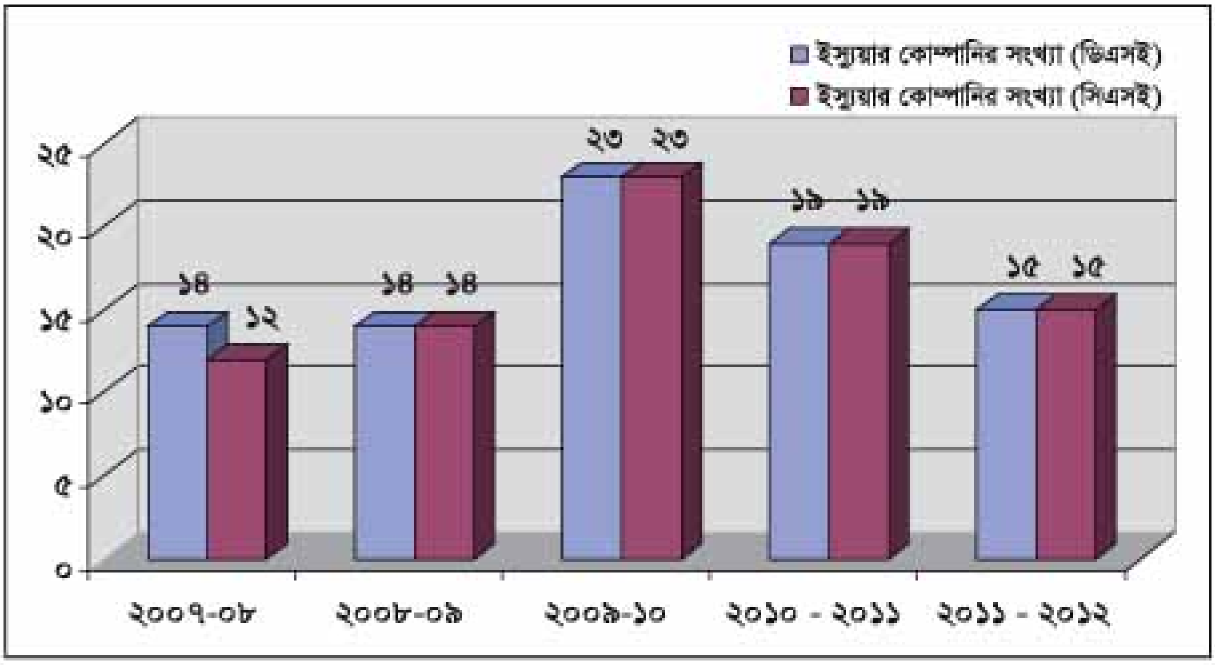

ক্যাপিটাল ইস্যু

কমিশনের ক্যাপিটাল ইস্যু বিভাগ পাবলিক ইস্যু এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে ইক্যুইটি এবং ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন সহ সকল ধরণের সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন এক কোটি টাকা এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন দশ কোটি টাকার উর্ধ্বে হলে যে কোন পরিমাণ শেয়ার ও ডেট সিকিউরিটিজ প্রাইভেট প্লেসমেন্ট পদ্ধতিতে ইস্যুর জন্য কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণ প্রয়োজন। তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহকে রাইটস শেয়ার ইস্যু, স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ সমূহের ডাইরেক্ট লিষ্টিং এবং সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কাজও এ বিভাগ করে থাকে। নিম্নবর্ণিত বিধিমালার অধীনে উপযুক্ত বিবেচিত হলে কমিশন মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে সম্মতি প্রদান করে থাকে:

Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001

Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006

Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪

প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (আইপিও) :

২০১১-২০১২ অর্থবছরে কমিশন পুঁজিবাজারে ১৪টি কোম্পানিকে আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট থেকে পুঁজি উত্তোলনের জন্য প্রসপেক্টাস ইস্যুর সম্মতি প্রদান করেছে। উক্ত ১৪টি কোম্পানির মধ্যে ১১টি কোম্পানি চাঁদা গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। উক্ত ১১টি কোম্পানি ২৯৭.৬৫৩৪ কোটি টাকা (প্রিমিয়াম ব্যতীত) এবং ১০৪৭.৩৮২৮ কোটি টাকার (প্রিমিয়ামসহ) এর বিপরীতে চাঁদা গ্রহণের পরিমাণ ছিল ৪০৬৭.৫৭৫৬ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের আবেদনের পরিমাণ ছিল পাবলিক ইস্যুর অঙ্কের ৩.৮৮ গুণ । আলোচ্য সময়ে যে সকল কোম্পানি প্রাথমিক গণ প্রস্তাবে (IPO) গিয়েছে তার বিবরণ **"পরিশিষ্ট -৯"** এ প্রদান করা হলো।

বিগত বছরসমূহে পুঁজি বাজারে আইপিওতে সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের অংশগ্রহণের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থ বছর	কোম্পানির সংখ্যা	আইপিওর পরিমাণ (কোটি টাকা)	চাঁদা জমার পরিমাণ (কোটি টাকা)	অতিরিক্ত চাঁদা জমার পরিমাণ (গুণ)
২০০৫-২০০৬	৮	৯৯.০৫	১৩৯৪.৩১	১৪.০৮
২০০৬-২০০৭	১০	৩২১.৭৫ (প্রিমিয়ামসহ)	২২১৪.৮০ (প্রিমিয়ামসহ)	৮.৮৮
২০০৭-২০০৮	৯	১৯৩.৫৬ (প্রিমিয়ামসহ)	২৪৬৭.৯৬ (প্রিমিয়ামসহ)	১২.৭৫
২০০৮-২০০৯	৭	৮২.০০ (প্রিমিয়ামসহ)	২৩৮৯.২৯ (প্রিমিয়ামসহ)	২৯.১৪
২০০৯-২০১০	১০	১৩৯৮.৯২ (প্রিমিয়ামসহ)	৯১২৫.৯৬ (প্রিমিয়ামসহ	৬.৫২
২০১০-২০১১	৬	১১২২.৪০ (প্রিমিয়াম সহ)	৮,২২৫.৩২ (প্রিমিয়াম সহ)	৭.৩৩
২০১১-২০১২	১১	১০৪৭.৩৮২৮ (প্রিমিয়ামসহ)	৪০৬৭.৫৭৫৬ (প্রিমিয়াম সহ)	৩.৮৮

মূলধন উত্তোলন :

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি :

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধির জন্য কমিশন ২০১১-১২ অর্থবছরে Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, ২০০১ এর অধীনে ৮১টি পাবলিক লিঃ কোম্পানিকে সাধারণ শেয়ার, বোনাস শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার, রাইট শেয়ার ও বন্ড এর মাধ্যমে ৫,৩৯৮.৮৭ কোটি টাকার মূলধন উত্তোলনের জন্য সম্মতি প্রদান করেছে যার বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলো:

মূলধন উত্তোলনের মাধ্যম	কোম্পানির সংখ্যা	মোট মূলধন (কোটি টাকা)
সাধারণ শেয়ার	৫১	৩,১৭৩.০১
বোনাস শেয়ার	২২	১০৩২.৩৬
প্রেফারেন্স শেয়ার	৪	৪১৬.০০
রাইট শেয়ার	২	৫৩৭.৫০
নন কনর্ভাটিবল আন সিকিউরড বন্ড	২	২৪০.০০
মোট	৮১	৫,৩৯৮.৮৭

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি :

২০১১-১২ অর্থবছরে কমিশন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধির জন্য Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, ২০০১ এর অধীনে ১০৯টি প্রাইভেট লিঃ কোম্পানিকে সাধারণ শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার, বোনাস শেয়ার ও রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে ৪,৬৯০.৮৪ কোটি টাকার মূলধন উত্তোলনের জন্য সম্মতি প্রদান করেছে যার বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলো:

মূলধন উত্তোলনের মাধ্যম	কোম্পানির সংখ্যা	মোট মূলধন (কোটি টাকা)
সাধারণ শেয়ার	৮৮	৩,১০৮.৬০
বোনাস শেয়ার	১৩	২৬৭.৭৭
প্রেফারেন্স শেয়ার	১	৩০.০০
রাইট	৭	১২৮৪.৪৭
মোট	১০৯	৪,৬৯০.৮৪

রাইটস্ ইস্যু :

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে কমিশন Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, ২০০৬ এর অধীনে ১৫টি কোম্পানিকে ২,০৪০.২৭ কোটি টাকার রাইটস ইস্যুর সম্মতি প্রদান করেছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে ২৯টি তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে ২,৫৫০.৭৩ কোটি টাকার রাইটস ইস্যুর সম্মতি প্রদান করা হয়েছিল।

কর্পোরেট ফাইন্যান্স

কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ কোম্পানিসমূহের প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (IPO) পরবর্তী কার্যক্রম সিকিউরিটিজ আইনের আলোকে তদারকি করে থাকে। উক্ত তদারকির আওতায় কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual Report), নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত/অ-নিরীক্ষিত অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত/অ-নিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ পরীক্ষা/পর্যালোচনাসহ ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহ কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন (Corporate Governance) পরিপালন, সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক নিয়োগ, প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের মাধ্যমে উত্তোলিত মূলধনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ তথা পুঁজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলা ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন নিশ্চিত করে থাকে।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি ও সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

ক) নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ঃ

Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 12(3A) অনুযায়ী ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহ কর্তৃক তাদের হিসাব বৎসর শেষ হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ নিরীক্ষা সমাপনান্তে পরবর্তী ১৪ দিনের মধ্যে উক্ত হিসাব বিবরণী সমূহ কমিশনে দাখিলের শর্ত রয়েছে। সে অনুযায়ী কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ বিষয়টি তদারকি করে থাকে। যথাসময়ে ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ হলে কমিশন আর্থিক বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। যথাসময়ে আর্থিক বিবরণী দাখিল না করায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২৩টি কোম্পানির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনে দাখিলের প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিকিউরিটিজ আইনের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান এবং Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) কর্তৃক গৃহীত International Accounting Standard (IAS)/ International Financial Reporting Standard (IFRS) অনুযায়ী ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের আর্থিক বিবরণী সমূহ প্রস্তুত এবং উহার যথাযথ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিতভাবে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়াও, Bangladesh Standards on Auditing (BSA) অনুযায়ী নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়টিও কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ সর্বদা পর্যবেক্ষণ করছে।

আর্থিক বিবরণীর উপর তদারকি জোরদার করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইস্যুয়ার কোম্পানি এবং এতদসংশ্লিষ্ট নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করার ফলে কোম্পানি সমূহের আর্থিক বিবরণীর স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে যে, নিরীক্ষকগণ বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর উপর তাদের বিরূপ মন্তব্যও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের উপর বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের কোন সংরক্ষিত মন্তব্য, বিশেষণ যুক্ত মন্তব্য অথবা প্রতিকূল মন্তব্য থাকলে বা কমিশনের কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে সে বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্যাখ্যা/স্পষ্টিকরণ সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা হয়। কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ১৮৪(৩) এর চাহিদা মোতাবেক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের সংরক্ষিত মন্তব্য, বিশেষণ যুক্ত মন্তব্য অথবা প্রতিকূল মন্তব্যের বিষয়ে কোম্পানির পরিচালকের প্রদত্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট AGM এ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে সরবরাহ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এ ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের মন্তব্যে Bangladesh Auditing Standards মোতাবেক কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে সে বিষয়ের উপর বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের মতামত/মন্তব্য সংগ্রহ করেও পর্যালোচনা করা হয়। কোম্পানির ব্যাখ্যা/স্পষ্টিকরণ এবং/অথবা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের মন্তব্য/মতামত কমিশনের নিকট সন্তোষজনক হিসাবে পরিগনিত না হলে কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং/অথবা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

খ) বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) ও বার্ষিক প্রতিবেদনঃ

Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 12 (4) মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) অনুষ্ঠানের ১৪ দিন পূর্বে বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডার তথা কমিশনে দাখিলের বিষয়টি কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ তদারকি করে থাকে। বার্ষিক প্রতিবেদনে, অন্যান্যের মধ্যে, পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন সংক্রান্ত তথ্যাদির সন্নিবেশন নিশ্চিত করা হয়। যার ফলে বার্ষিক প্রতিবেদনের ব্যবহারকারীগণ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন সম্পর্কে সার্বিক ধারণা অর্জন করতে পারে।

গ) অর্ধ-বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণীঃ

Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 13 অনুযায়ী হিসাব বর্ষের প্রথম ছয় মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে কমিশন ও সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের নিকট অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী দাখিলের বিষয়টি তদারকি করা হয়। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক বিবরণী কমিশনে দাখিল না করার কারণে ২০টি কোম্পানির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও, অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক বিবরণী Bangladesh Accounting Standards (BAS) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা সেই বিষয়টিও যথাযথ গুরুত্বের সাথে কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ পর্যবেক্ষণ করছে। ফলে কোম্পানিসমূহের ছয় মাসের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে শেয়ারহোল্ডার তথা বিনিয়োগকারীরা যথাযথভাবে অবগত হতে পারছে।

কোম্পানিসমূহের আর্থিক অবস্থার প্রতিফলন আরও স্বল্পসময়ের ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডার তথা বিনিয়োগকারীগণের গোচরীভূত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন ইতোমধ্যে ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী দাখিলের বিধান করেছে। সে মোতাবেক, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক হতে তালিকাভূক্ত কোম্পানিসমূহ ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী দাখিল করছে। ফলে শেয়ারহোল্ডার তথা বিনিয়োগকারীগণ স্বল্পসময়ের ভিত্তিতে কোম্পানিসমূহের আর্থিক অবস্থার প্রতিফলন জেনে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে। ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী কমিশনে দাখিল না করার কারণে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক বিবরণী কমিশনে দাখিল না করার কারণে ১৬টি কোম্পানির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) স্টক এক্সচেঞ্জে কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগের কার্যক্রম শুরু ঃ

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর পরামর্শক্রমে সম্প্রতি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ খুলে কার্যক্রম শুরু করেছে। উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ তাদের তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, অর্ধবার্ষিক ও ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন সমূহ সিকিউরিটিজ আইনের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান এবং ICAB কর্তৃক গৃহীত IAS/IFRS অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা তা গুরুত্বের সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। এতে করে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের আর্থিক প্রতিবেদনের উপর তদারকি আরো জোরদার হয়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জের সুপারিশের ভিত্তিতে, ক্ষেত্র বিশেষে, ইস্যুয়ার কোম্পানি এবং এতদসংশ্লিষ্ট নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কোম্পানি সমূহের আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

ঙ) বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক ঃ

Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 12(3) অনুযায়ী কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত নিরীক্ষা ফার্মকে অবশ্যই পার্টনারশীপ ফার্ম হতে হবে যাতে কমপক্ষে দুইজন পার্টনার থাকবে যাদের প্রত্যেকের কমপক্ষে সাত বৎসরের পেশাগত বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে ।

তদুপরি, সম্প্রতি একই নিরীক্ষক ফার্ম কর্তৃক পরপর তিন বৎসরের অধিক একই কোম্পানির বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন নিরীক্ষা না করার জন্য সিকিউরিটিজ আইনে বিধান রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষককে পরপর তিন বছরের বেশী সময় কোম্পানির নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১টি কোম্পানির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

চ) প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন সংক্রান্ত নির্দেশিকা ঃ

কোম্পানিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিশন এতদ্‌সংক্রান্ত পূর্বের নির্দেশিকা পরিবর্তন সাধন করে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন বাধ্যতামূলক করে নির্দেশিকা জারি করেছে, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। নির্দেশিকা মোতাবেক কোম্পানিসমূহ নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগ, Chief Financial Officer (CFO) ও কোম্পানি সচিব নিয়োগ এবং অভ্যন্তরিন নিরীক্ষা কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ নিয়মিতভাবে কোম্পানিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন সংক্রান্ত বিষয়টি তদারকি করছে। ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত কমিশনের নিকট রক্ষিত তথ্য অনুযায়ী তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের মধ্যে ৭৪.১৮% উক্ত নির্দেশিকা পুরোপুরি ও ২১.৫৭% আংশিক পরিপালন করেছে এবং অবশিষ্ট ৪.২৫% কোম্পানি জেড গ্রুপ এবং নতুন তালিকাভুক্ত হওয়ায় তারা পরিপালন সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করেনি।

নিবন্ধন

পুঁজিবাজারের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুঁজিবাজার সংশিষ্ট সকল বাজার মধ্যস্থকারীদের এসইসিতে নিবন্ধন এর বিধান রয়েছে। এসইসি কর্তৃক পুঁজিবাজার কর্মকান্ড সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে এ নিবন্ধন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কমিশন ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে নিম্মোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করেছে ঃ

বিবরণ	নিবন্ধন সনদ ইস্যু
স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকার	৩১
অনুমোদিত প্রতিনিধি	১৭৬৭
ডিপজিটরী অংশগ্রহণকারী	২৭
সম্পদ ব্যবস্থাপক	৩
ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি	৪
মার্চেন্ট ব্যাংক	৯
সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান	২

স্টক ডিলার /ব্রোকার এর নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন :

অর্থ বছর ২০১১-২০১২ সময়ে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর অধীনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ৮টি স্টক ব্রোকার ও ১০টি স্টক ডিলার এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ৫টি স্টক ব্রোকার ও ৮টি স্টক ডিলারের অনুকূলে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে। এছাড়াও কমিশন এই অর্থ বছরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এ ২১৪টি স্টক ব্রোকার এবং ১৯০টি স্টক ডিলার এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এ ৯৫টি স্টক ব্রোকার ও ৬৫টি স্টক ডিলার নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

অনুমোদিত প্রতিনিধিদের নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন :

আলোচ্য অর্থ বছরে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর অধীনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ১৩৫১টি এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ৪১৬টি অনুমোদিত প্রতিনিধির নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর অধীনে একটি অনুমোদিত প্রতিনিধি নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

মার্চেন্ট ব্যাংকের নিবন্ধন সনদ প্রদান :

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর অধীনে মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রূপালী ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, সিগমা ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, ইম্পেরিয়াল ক্যাপিটাল লিমিটেড, সোনার বাংলা ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, বেঙ্গল ইনভেস্টমেন্টস্ লিমিটেড, বিডি ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল হোল্ডিংস লিমিটেড, সিটিজেন সিকিউরিটিজ এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, আইএল ক্যাপিটাল লিমিটেড, সিএপিএম এডভাইজরি লিমিটেডর এর অনুকূলে ৯টি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

সম্পদ ব্যবস্থাপক নিবন্ধন সনদ প্রদান :

আলোচ্য অর্থ বছরে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর অধীনে সিএপিএম (ক্যাপিটাল এন্ড এ্যাসেট পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট) কোম্পানি লিমিটেড, রক এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, লংকাবাংলা এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর অনুকূলে ৩টি সম্পদ ব্যবস্থাপক নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ প্রদান :

আলোচ্য অর্থ বছরে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর অধীনে ২টি সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

ক্রেডিট রেটিং নিবন্ধন সনদ প্রদান :

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে কমিশন, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানিজ রুলস্ ১৯৯৬ এর অধীনে আরগাস ক্রেডিট রেটিং সার্ভিসেস লিমিটেড, ওয়াসো ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি (বিডি) লিমিটেড, আলফা ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, দি বাংলাদেশ রেটিং এজেন্সি লিমিটেড এর অনুকূলে ৪টি ক্রেডিট রেটিং কোম্পানিকে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে। এর মধ্যে একটি কোম্পানি এস.এম.ই রেটিং এর জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান।

ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন :

উক্ত অর্থ বছরে কমিশন, ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর অধীনে ২৭টি প্রতিষ্ঠানকে ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী নিবন্ধন সনদ ইস্যু এবং ২৩৯টি নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি

মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজের নিবন্ধন প্রদান,পর্যবেক্ষণ, তদারকি এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মার্চ ১৬, ২০০৯ তারিখে মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি (এমএফ এন্ড এসপিভি) বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এমএফ এন্ড এসপিভি বিভাগ কর্তৃক ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নরূপ :

- এমটিবি ইউনিট ফান্ড এর ট্রাস্ট ডীড অনুমোদন হতে শুরু করে ইউনিট বিক্রয় পর্যন্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।
- এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, বাংলাদেশ ফান্ড, এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান এর অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পূর্ববর্তী অর্থবছরে শুরু হয়ে আলোচ্য অর্থ বছরে তালিকাভুক্তি পর্যন্ত অবশিষ্ট কার্যাদি সম্পাদন করা হয়।
- সন্ধানী লাইফ ইউনিট ফান্ড এর অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পূর্ববর্তী অর্থবছরে শুরু হয়ে আলোচ্য অর্থ বছরে ইউনিট বিক্রয় পর্যন্ত অবশিষ্ট কার্যাদি সম্পাদন করা হয়।
- ইউসিবি ইনফ্রাস্টাকচার ফান্ড এর ট্রাস্ট ডীড অনুমোদন এর কার্যাদী সম্পাদন করা হয় এবং পরবর্তী অর্থ বছরে অবশিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করা হবে।
- এছাড়াও এ বিভাগ মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।
- ফান্ডসমূহের মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

সার্ভেইল্যান্স

সিকিউরিটিজ লেনদেনের সার্ভেইল্যান্স :

বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রা এবং পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশন স্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ের অন-লাইন সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতির মাধ্যমে পুঁজিবাজারে সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মার্কেট ম্যানুপুলেশন সনাক্তকরণ, প্রতারণামূলক ভাবে মূল্য বাড়ানো-কমানো এবং পুঁজিবাজার সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ রোধের প্রাথমিক নিয়ন্ত্রক হলো স্টক এক্সচেঞ্জ। সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতির কার্যকারীতা নিশ্চিত করার জন্য এসইসি স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমের উপর সার্বণিক সর্তক দৃষ্টি রাখে। এসইসি অন-লাইন এবং অফ-লাইন পদ্ধতিতে বাজার সার্ভেইল্যান্স পর্যবেক্ষণ করে।

পরিদর্শন ও তদন্ত :

শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত কোন আইন লংঘন হয়েছে কিনা এবং লেনদেনে কোনরূপ অনিয়ম হয়েছে কিনা বা কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা আছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য বর্তমানে সার্ভেইল্যান্স বিভাগ On-Line এবং Off-Line বাজার সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতি অনুসরণ করছে। On-Line সার্ভেইল্যান্স এর অংশ হিসাবে সার্ভেইল্যান্স বিভাগের কর্মকর্তাগণ কম্পিউটারের অলেনদেনী ও সার্ভেইল্যান্স সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে দৈনন্দিন লেনদেন পর্যবেক্ষণ করেন এবং লেনদেন পরবর্তী একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন যাতে প্রতিদিনের লেনদেনের একটি সার-সংক্ষেপ ও কোনরূপ অস্বাভাবিকতা ঘটে থাকলে তা তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে Off-Line সার্ভেইল্যান্স এর অংশ হিসাবে কমিশনের নিজস্ব offline সফ্টওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে লেনদেন পরবর্তী দরকারী তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণের পর যদি বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় তাহলে পরিদর্শন ও তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়। পেশকৃত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যে যদি কোনরূপ সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

শেয়ারের লেনদেন ইস্যুতে সার্ভেইল্যান্স বিভাগ কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত বর্তমান অর্থ-বছরসহ বিগত ২ (দুই) অর্থ-বছরের তুলনামূলক সন্দেহজনক অনিয়মের সংখ্যা এবং পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সংপ্তি বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হল ঃ

অর্থ-বছর	উদ্‌ঘাটিত সন্দেহজনক অনিয়মের সংখ্যা	স্টক-একচেঞ্জে প্রেরণ		পরিদর্শন ও অনুসন্ধান	তদন্ত	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	নিবন্ধন বিভাগে প্রেরণ	এসআরএমআইডি বিভাগে প্রেরণ	সিডিএস বিভাগে প্রেরণ
		ডিএসইতে প্রেরণ	সিএসইতে প্রেরণ						
২০১১-২০১২	৪৩	২০	১	২৭	১৬	২২	০	০	০
২০১০-২০১১	৪১	১৭	৮	২১	২০	২৯	০	১	০
২০০৯-২০১০	৩৩	৮	৩	১৯	১৪	১৬	০	০	০

ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কর্মকান্ড তদারকির পাশাপাশি দৈনন্দিন বাজার পর্যবেক্ষণ, আকস্মিক পরিদর্শন ও নিয়মিত মাসিক পরিদর্শনের মাধ্যমে সার্ভেইল্যান্স বিভাগের কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যার ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আগ্রহ সৃষ্টি এবং সর্বস্তরের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও এশিয়ান ডেভেলপম্যান্ট ব্যাংক (এডিপি) এর সহায়তায় নতুন একটি অধিকতর উন্নততর এবং কার্যকর সার্ভেইল্যান্স সফ্‌টওয়্যার অচিরেই সার্ভেইল্যান্স বিভাগে প্রবর্তন করা হবে। আশা করা যায়, নতুন এই সার্ভেইল্যান্স সফ্‌টওয়্যার এর মাধ্যমে আরও সহজে ও দক্ষতার সাথে শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত অনিয়ম খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। পরবর্তীতে সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। সার্ভেইল্যান্স বিভাগ এ সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ক্যাপিটাল মার্কেটের যথাযথ গভর্নেন্স ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস এন্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ (এসআরএমআইসি)

সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস এন্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ বিভাগ স্টক এক্সচেঞ্জ, ওভার দি কাউন্টার (OTC) এবং ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহের যাবতীয় কার্যাদি সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করে থাকে। এছাড়াও ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ/ আপত্তি সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক নিস্পত্তি করে থাকে। নিম্নে এই বিভাগের কর্মকান্ড তুলে ধরা হলো-

(ক) তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা/পরিচালকদের সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত ঘোষণা মনিটর করা।

(খ) উদ্যোক্তা/পরিচালকদের মাসিক শেয়ার হোল্ডিং পজিশন মনিটর করা।

(গ) তালিকাভুক্ত কোম্পানির মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ঘোষণা মনিটর করা।

(ঘ) তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের বাহিরে হস্তান্তর অনুমোদন করা।

(ঙ) স্টক এক্সচেঞ্জের (সিকিউরিটি লেনদেন ব্যতীত) যাবতীয় কার্যক্রম মনিটর করা।

(চ) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সমূহ নিস্পত্তির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জুলাই ২০১১ - জুন ২০১২ সময়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা এবং উহাতে ঘোষিত লভ্যাংশ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হলো।

বার্ষিক প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	শেষ এজিএম তারিখ	গত বছরের শেষ	ডিভিডেন্ট (%)	
	ব্যাংকস			ক্যাশ	ষ্টক
০১	এবি ব্যাংক	০২/০৫/২০১২	২০১১১২	৫.০০	২০% বো
০২	সিটি ব্যাংক	০৬/০৫/২০১২	২০১১১২	-	২৫% বো
০৩	আইএফআইসি ব্যাংক	২৪/০৭/২০১১	২০১০১২	-	২৭% বো
০৪	ইসলামী ব্যাংক	১৫/০৫/২০১২	২০১১১২	৭.০০	২৫% বো
০৫	এনবিএল	১৯/০৩/২০১২	২০১১১২	-	৬৫% বো
০৬	পূবালী ব্যাংক	২২/০৪/২০১২	২০১১১২	৫.০০	২৫% বো
০৭	রূপালী ব্যাংক	৩১/০৩/২০১২	২০১১১২	-	২০% বো
০৮	ইউসিবিএল	৩০/০৪/২০১২	২০১১১২	১২.০০	১৫% বো
০৯	উত্তরা ব্যাংক	১৪/০৫/২০১২	২০১১১২	২০.০০	১৫% বো

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	শেষ এজিএম তারিখ	গত বছরের শেষ	ডিভিডেন্ট (%)	
	ব্যাংকস			ক্যাশ	ষ্টক
১০	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক	১৪/০৫/২০১২	২০১১১২	-	-
১১	ইস্টার্ণ ব্যাংক	২৮/০৩/২০১২	২০১১১২	- ৩	৫% বো
১২	আল আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক	২০/০৫/২০১২	২০১১১২	-	২১% বো
১৩	প্রাইম ব্যাংক	২৯/০৩/২০১২	২০১১১২	১০.০০	২০% বো
১৪	সাউথইস্ট ব্যাংক	১৫/০৩/২০১২	২০১১১২	১৫.০০	৫% বো
১৫	ঢাকা ব্যাংক	২৯/০৩/২০১২	২০১১১২	৫.০০	৩০% বো
১৬	এনসিসিবিএল	০৯/০৪/২০১২	২০১১১২	১০.০০	১৭% বো
১৭	সোসাল ইসলামী ব্যাংক	২৯/০৬/২০১২	২০১১১২	১০.৫০	-
১৮	ডাচ-বাংলা ব্যাংক	১৯/০৩/২০১২	২০১১১২	৪০.০০	-
১৯	মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক	২৭/০৫/২০১২	২০১১১২	১২.০০	-
২০	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক	৩১/০৫/২০১২	২০১১১২	-	২০% বো
২১	ওয়ান ব্যাংক	২৯/০৩/২০১২	২০১১১২	-	৩০% বো
২২	ব্যাংক এশিয়া	৩১/০৩/২০১২	২০১১১২	-	২০% বো
২৩	মার্কেন্টাইল ব্যাংক	২৮/০৩/২০১২	২০১১১২	-	২৩% বো
২৪	যমুনা ব্যাংক	২৩/০৫/২০১২	২০১১১২	-	২৩% বো
২৫	ব্রাক ব্যাংক	২২/০৩/২০১২	২০১১১২	-	২০% বো
২৬	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক	১৯/০৬/২০১২	২০১১১২	-	২৫% বো
২৭	প্রিমিয়ার ব্যাংক	১৫/০৪/২০১২	২০১১১২	-	২২% বো
২৮	ট্রাস্ট ব্যাংক	০৬/০৬/২০১২	২০১১১২	১০.০০	১০% বো
২৯	ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক	৩০/০৭/২০১১	২০১০১২	-	১২% বো
২৯	মোট				
	ফিনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস				
৩০	আইডিএলসি ফিন্যান্স	২৮/০৩/২০১২	২০১১১২	-	২৫% বো
৩১	ইউনাইটেড লিজিং	০৯/০৪/২০১২	২০১১১২	৭.৫০	২০% বো
৩২	উত্তরা ফিন্যান্স	২৭/০৫/২০১২	২০১১১২	-	৪০% বো
৩৩	মাইডাস ফিন্যান্সিং	০৮/১২/২০১১	২০১১০৬	-	১০% বো
৩৪	ফার্ষ্ট লীজ ফিন্যান্স	০৮/০৫/২০১২	২০১১১২	-	২০% বো
৩৫	পিপলস লিজিং	২৬/০৬/২০১২	২০১১১২	১০.০০	৫% বো
৩৬	প্রাইম ফিন্যান্স	২৮/০৩/২০১২	২০১১১২	-	৪০% বো
৩৭	প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফিন্যান্স	১৭/০৫/২০১২	২০১১১২	-	৫% বো
৩৮	ইসলামিক ফিন্যান্স	১৮/০৪/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
৩৯	লংকা বাংলা ফিন্যান্স	২৮/০৩/২০১২	২০১১১২	-	৩০% বো
৪০	বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফিন্যান্স	১৯/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	শেষ এজিএম তারিখ	গত বছরের শেষ	ডিভিডেন্ট (%)	
	ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস			ক্যাশ	ষ্টক
৪১	ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন এন্ড ডেভ.	০৩/০৫/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
৪২	ইউনিয়ন ক্যাপিটাল	২৯/০৩/২০১২	২০১১১২	১০.০০	১০% বো
৪৩	বাংলাদেশ ফিন্যান্স এন্ড ইনভে.	০৩/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
৪৪	ইন্টাঃ লিজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল	১০/০৫/২০১২	২০১১১২	-	৫% বো
৪৫	ফিনিক্স ফিন্যান্স	২১/০৬/২০১২	২০১১১২	-	৩০% বো
৪৬	এফএএস ফিন্যান্স	২৮/০৬/২০১২	২০১১১২	-	৫% বো
৪৭	বে লিজিং	০৫/০৫/২০১২	২০১১১২	১৫.০০	২০% বো
৪৮	জিএসপি ফিন্যান্স	১৩/০৫/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
৪৯	আইসিবি	২২/১০/২০১১	২০১১০৬	১৫.০০	৩৫% বো
৫০	ডেল্টা ব্রাক হাউজিং ফিন্যান্স	২২/১১/২০১১	২০১১০৬	-	১০০%বো
৫১	ন্যাশনাল হাউজিং ফিন্যান্স	১৮/০৪/২০১২	২০১১১২	-	২০% বো
২২	মোট				
	প্রকৌশল				
৫২	আফতাব অটোমোবাইলস	২০/১২/২০১১	২০১১০৮	২০.০০	২০% বো
৫৩	আজিজ পাইপস	২৭/০৬/২০১২	২০১১১২	-	-
৫৪	অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ	২৯/১২/২০১১	২০১১০৬	১০.০০	৫০% বো
৫৫	বাংলাদেশ ল্যাম্পস	১৬/০৫/২০১২	২০১১১২	-	৩০% বো
৫৬	ইষ্টার্ণ ক্যাবলস	৩০/০৬/২০১২	২০১১০৬	১০.০০	-
৫৭	মন্নু জুট স্ট্যাফলারস	২৮/০৬/২০১২	২০১১১২	১০.০০	-
৫৮	সিঙ্গার বাংলাদেশ	৩০/০৪/২০১২	২০১১১২	৩০.০০	-
৫৯	এটলাস বাংলাদেশ	১৭/১২/২০১১	২০১১০৬	৭৫.০০	১বোঃ৩
৬০	বিডি অটোকারস	২৯/১২/২০১১	২০১১০৬	-	৫% বো
৬১	কাসেম ড্রাইসেলস	১৫/১২/২০১১	২০১১০৬	-	২০% বো
৬২	রেনউইক যজ্ঞেশ্বর	৩১/১১/২০১১	২০১১০৬	২০.০০	-
৬৩	ন্যাশনাল টিউব	১০/১২/২০১১	২০১১০৬	-	২০% বো
৬৪	বিডি থাই এ্যালুমিনিয়াম	০৯/০৬/২০১২	২০১১১২	-	৫% বো
৬৫	আনোয়ার গ্যালভানাইজিং	২৮/০৩/২০১২	২০১১০৬	৫.০০	-
৬৬	কে এন্ড কিউ	০৬/০৫/২০১২	২০১১১২	৫.০০	-
৬৭	রংপুর ফাউন্ড্রি	২৮/০৬/২০১২	২০১১১২	২১.০০	-
৬৮	এস আলম কোল্ড রোল্ড ষ্টীল	৩১/০৩/২০১২	২০১১০৯	১৫.০০	-
৬৯	গোল্ডেন সন	২৩/০৬/২০১২	২০১১১২	১৬.০০	-
৭০	বিএসআরএম ষ্টীল	২০/০৫/২০১২	২০১১১২	১৫.০০	-
৭১	নাভানা সিএনজি	২২/০৯/২০১১	২০১১০৩	১৮.০০	১৪% বো

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	শেষ এজিএম তারিখ	গত বছরের শেষ	ডিভিডেন্ট (%)	
	প্রকৌশল			ক্যাশ	ষ্টক
৭২	দেশবন্ধু পলিমার	২৯/১২/২০১১	২০১১০৬	-	১৫% বো
৭৩	ন্যাশনাল পলিমার	২২/১১/২০১১	২০১১০৬	-	১৫% বো
২২	মোট				
	ফুড এন্ড এলাইড প্রোডাক্ট				
৭৪	এপেক্স ফুড	২৯/০৯/২০১১	২০১১০৬	১৪.০০	-
৭৫	বঙ্গজ	৩১/১২/২০১১	২০১১০৬	-	৩২% বো
৭৬	বিএটিবিসি	১১/০৪/২০১২	২০১১১২	৪২০.০০	-
৭৭	জেমিনি সী ফুড	২৭/১২/২০১১	২০১১০৯	১৫.০০	-
৭৮	ন্যাশনাল টি কোম্পানি	২৯/০৭/২০১১	২০১০১২	২৫.০০	-
৭৯	জিল বাংলা সুগার মিল	২৪/১২/২০১১	২০১১০৬	-	-
৮০	সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারী	২৭/১২/২০১১	২০১১০৬	-	২৫% বো
৮১	এএমসিএল (প্রান)	২৪/১১/২০১১	২০১১০৬	৩১.০০	-
৮২	শ্যামপুর সুগার মিলস	১০/১২/২০১১	২০১১০৬	-	-
৮৩	রহিমা ফুড	২২/১২/২০১১	২০১১০৬	১০.০০	-
৮৪	ফু-ওয়াং ফুড	২৫/১২/২০১১	২০১১০৬	-	২০% বো
৮৫	মেঘনা পেট	২৯/১২/২০১১	২০১১০৬	-	-
৮৬	মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক	২৯/১২/২০১১	২০১১০৬	-	-
৮৭	বীচ হ্যাচারী	২৫/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
৮৮	ফাইন ফুডস	২৩/১২/২০১১	২০১১০৬	-	১০% বো
৮৯	রংপুর ডেইরি এন্ড ফুড প্রডাক্টস	২৬/০৫/২০১২	২০১১১২	-	১২% বো
১৬	মোট				
	ফুয়েল এন্ড পাওয়ার				
৯০	লিনডি বাংলাদেশ	১০/০৫/২০১২	২০১১১২	৩৫০.০০	-
৯১	পদ্মা অয়েল	২৮/০৬/২০১২	২০১১০৬	৫০.০০	৫০% বো
৯২	ইষ্টার্ণ লুব্রিকেন্টস	২১/০১/২০১২	২০১১০৬	৩০.০০	-
৯৩	বিডি ওয়েলডিং ইলেকট্রোডস	১৪/০৬/২০১২	২০১১১২	-	৫% বো
৯৪	সামিট পাওয়ার	২৫/০৪/২০১২	২০১১১২	-	২৫% বো
৯৫	ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপাই কোম্পানি	১৫/০১/২০১২	২০১১০৬	১০.০০	২৫% বো
৯৬	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি	১৮/০২/২০১২	২০১১০৬	১৫.০০	-
৯৭	যমুনা অয়েল	১১/০২/২০১২	২০১১০৬	৩০.০০	৩০% বো
৯৮	মেঘনা পেট্রোলিয়াম	২৫/০২/২০১২	২০১১০৬	৩৫০.০০	৩০% বো
৯৯	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন	২৭/১১/২০১১	২০১১০৬	৩০.০০	-
১০০	খুলনা পাওয়ার কোং	২০/০৫/২০১২	২০১১১২	-	২৫% বো

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	শেষ এজিএম তারিখ	গত বছরের শেষ	ডিভিডেন্ট (%)	
	ফুয়েল এন্ড পাওয়ার			ক্যাশ	ষ্টক
১০১	বরাকাতুল্লাহ ইলেক্ট্রো ডায়নামিক	২২/০৯/২০১১	২০১১০৬	-	২০% বো
১০২	এমজিএল বাংলাদেশ	৩০/০৬/২০১২	২০১১১২	১৫.০০	১৫% বো
১৩	মোট				
	জুট				
১০৩	জুট স্পীনারস	১০/১২/২০১১	২০১১০৬	২০.০০	-
১০৪	নর্দান জুট	২৮/১২/২০১১	২০১১০৬	-	-
১০৫	সোনালী আঁশ	২৯/১২/২০১১	২০১১০৬	২০.০০	-
০৩	মোট				
	টেক্সটাইল				
১০৬	আলহাজ্ব টেক্সটাইল	২২/১২/২০১১	২০১১০৬	-	২০% বো
১০৭	স্টাইলক্রাফট	২২/০৯/২০১১	২০১১০৩	৫০.০০	-
১০৮	রহিম টেক্সটাইল	২৪/১১/২০১১	২০১১০৬	৫.০০	১০% বো
১০৯	সায়হাম টেক্সটাইল	০৯/১০/২০১১	২০১১০৬	১৫.০০	-
১১০	মডার্ণ ডায়িং	১৭/১১/২০১১	২০১১০৬	-	-
১১১	দেশ গার্মেন্টস	২৩/১১/২০১১	২০১১০৬	৭.০০	-
১১২	দুলামিয়া কটন	২৪/১২/২০১১	২০১১০৬	-	-
১১৩	তালু স্পিনিং	৩১/১২/২০১১	২০১১০৬	-	১৫% বো
১১৪	এপেক্স স্পিনিং	২৯/০৯/২০১১	২০১১০৩	১৫.০০	-
১১৫	মিথুন নিটিং	৩১/১২/২০১১	২০১১০৬	-	১৫% বো
১১৬	ডেলটা স্পিনারস	২২/১২/২০১১	২০১১০৬	১০.০০	-
১১৭	সোনারগাঁও টেক্সটাইলস	২৩/০৬/২০১২	২০১১১২	- ১	০% বো
১১৮	প্রাইম টেক্সটাইল	২৪/১২/২০১১	২০১১০৬	১০.০০	-
১১৯	অলটেক্স ইন্ডাষ্ট্রিজ	২৯/১২/২০১১	২০১১০৬	-	-
১২০	আনলিমা ইয়ার্ন ডাইং	২২/১২/২০১১	২০১১০৬	১০.০০	-
১২১	এইচ আর টেক্সটাইল	২৯/০৩/২০১২	২০১১০৯	-	১৫% বো
১২২	সিএমসি কামাল	১০/০৭/২০১১	২০১০১২	-	১২.৫০%
১২৩	সাফকো স্পিনিংস	২০/০৫/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
১২৪	স্কয়ার টেক্সটাইল	২৯/০৫/২০১২	২০১১১২	১৬.০০	২০%বো
১২৫	মেট্রো স্পিনিং	২৯/১২/২০১১	২০১১০৬	-	১৫% বো
১২৬	ম্যাকসনস স্পিনিং মিলস	২৯/০৩/২০১২	২০১১০৯	-	১৫% বো
১২৭	ঢাকা ডাইং	২৯/১২/২০১১	২০১১০৬	-	১৬% বো
১২৮	আর.এন স্পিনিং মিলস	০৩/০৪/২০১২	২০১১১২	-	৩৫% বো

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	শেষ এজিএম তারিখ	গত বছরের শেষ	ডিভিডেন্ট (%)	
	টেক্সটাইল			ক্যাশ	ষ্টক
১২৯	মালেক স্পিনিং মিলস	২৭/১২/২০১১	২০১১০৬	-	১০% বো
২৪	মোট				
	ফার্মাসিউটিক্যালস এন্ড কেমিক্যাল				
১৩০	এমবি ফার্মা	১৪/০৬/২০১২	২০১১১২	৩০.০০	-
১৩১	বেক্সিমকো ফার্মা	৩০/০৬/২০১২	২০১১১২	-	২১% বো
১৩২	গাক্সো স্মিথ কেইন	২৪/০৪/২০১২	২০১১১২	১৫০.০০	-
১৩৩	এসিআই লিঃ	১২/০৬/২০১২	২০১১১২	৮০.০০	২০% বো
১৩৪	রেনেটা লিঃ	১৬/০৬/২০১২	২০১১১২	৬০.০০	২৫% বো
১৩৫	রেকিট বেনকিজার	২৫/০৬/২০১২	২০১১১২	২০০.০০	-
১৩৬	ফার্মা এইডম	২৪/১১/২০১১	২০১১০৬	২১.০০	-
১৩৭	কোহিনুর কেমিক্যালস	১৮/১২/২০১১	২০১১০৬	৪০.০০	-
১৩৮	ইবনে সিনা	২৩/০৬/২০১২	২০১১১২	১০.০০	২৫% বো
১৩৯	বেক্সিমকো সিনথেটিকস	৩০/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১৫% বো
১৪০	লিবরা ইনফিউশন	২৮/১২/২০১১	২০১১০৬	২০.০০	-
১৪১	ওরিওন ইনফিশন	১৮/১২/২০১১	২০১১০৬	১৫.০০	-
১৪২	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস	২১/০৯/২০১১	২০১১০৩	৩০.০০	৩৫% বো
১৪৩	ইমাম বাটন	২৪/১১/২০১১	২০১১০৬	-	-
১৪৪	কেয়া কসমেটিকস	৩০/০৯/২০১১	২০১১০৬	-	২১% বো
১৪৫	এসিআই ফরমুলেশনস	১২/০৬/২০১২	২০১১১২	২৫.০০	৫০% বো
১৪৬	বিকন ফার্মা	২৬/১২/২০১১	২০১১০৬	-	৫% বো
১৪৭	একটিভ ফাইন কেমিক্যালস	১০/০৫/২০১২	২০১১১২	-	২০% বো
১৪৮	স্যালভো কেমিক্যাল ইন্ডাঃ	০৪/০৭/২০১১	২০১০১২	-	৫% বো
১৯	মোট				
	পেপার এন্ড প্রিন্টিং				
১৪৯	হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার	১৭/১২/২০১১ ২	০১১০৬	৫.০০	-
১	মোট				
	সার্ভিসেস এন্ড রিয়েলষ্টেট				
১৫০	শমরিতা হাসপাতাল	১২/০১/২০১২	২০১১০৬	-	১৬% বো
১৫১	ইষ্টার্ণ হাউজিং ২৪/১১/২০১১	২০১১০৭	১০.০০	৫% বো	
১৫২	সামিট এলাইন্স পোর্ট	০৩/০৫/২০১২	২০১১১২	১০.০০	১০% বো
১৫৩	ওসান কনটেইনারস	০৩/০৫/২০১২	২০১১১২	-	২৫% বো
৪	মোট				

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	শেষ এজিএম তারিখ	গত বছরের শেষ	ডিভিডেন্ট (%)	
	সিমেন্ট			ক্যাশ	স্টক
১৫৪	হেদেলবার্গ সিমেন্ট	১৪/০৫/২০১২	২০১১১২	৪৫.০০	-
১৫৫	কনফিডেন্স সিমেন্ট	২৬/০৬/২০১২	২০১১১২	২০.০০	২০% বো
১৫৬	মেঘনা সিমেন্ট	২১/০৬/২০১২	২০১১১২	২৫.০০	-
১৫৭	আরামিট সিমেন্ট	১৬/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
১৫৮	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট	১৪/০৬/২০১২	২০১১১২	-	-
১৫৯	এমআই সিমেন্ট	১৮/১২/২০১১	২০১১০৬	১৫.০০	৩৫% বো
৬	মোট				
	আইটি-সেক্টর				
১৬০	ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক	১০/০৬/২০১২	২০১১১২	৫.০০	৫% বো
১৬১	বিডিকোম অনলাইন	২২/১২/২০১১	২০১১০৬	-	৫% বো
১৬২	ইনটেক অনলাইন	১৭/০৫/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
১৬৩	অগ্নি সিস্টেমস	২২/১২/২০১১	২০১১০৬	৫.০০	৫% বো
১৬৪	ড্যাফোডিল কম্পিউটারস	২৯/১২/২০১১	২০১১০৬	৬.০০	৪% বো
৫	মোট				
	ট্যানারি				
১৬৫	এপেক্স ট্যানারি	২৯/০৯/২০১১	২০১১০৬	৩০.০০	-
১৬৬	বাটা সু	২৬/০৬/২০১২	২০১১১২	২৫০.০০	-
১৬৭	এপেক্স এডেলছি ফুটওয়্যার	১৬/০৫/২০১২	২০১১১২	৪৫.০০	-
১৬৮	সমতা লেদার কমপেক্স	২৬/১২/২০১১	২০১১০৬	-	-
১৬৯	লিগেছি ফুটওয়্যার	২১/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১২% বো
৫	মোট				
	সিরামিক				
১৭০	মন্নু সিরামিক ৩০/০৯/২০১১ ২০১১০৬ - ২৫% বো				
১৭১	স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক	২৭/১২/২০১১	২০১১০৬	৫.০০	-
১৭২	ফু-ওয়াং সিরামিক	২৬/১২/২০১১	২০১১০৬	-	১০% বো
১৭৩	শাইনপুকুর সিরামিকস	৩০/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১৫% বো
১৭৪	আরএকে সিরামিকস	১৫/০৪/২০১২	২০১১১২	১৫.০০	১০% বো
৫	মোট				
	ইন্স্যুরেন্স				
১৭৫	বিজিআইসি	২৮/০৬/২০১২	২০১১১২	১০.০	৫% বো
১৭৬	গ্রীন ডেলটা ইন্স্যুরেন্স	২৬/০৪/২০১২	২০১১১২	-	২৫% বো
১৭৭	ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স	০৭/০৫/২০১২	২০১১১২	১০.০০	১০% বো
১৭৮	পিপলস ইন্স্যুরেন্স	২৭/০৬/২০১২	২০১১১২	-	-

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	শেষ এজিএম তারিখ	গত বছরের শেষ	ডিভিডেন্ট (%)	
	ইন্স্যুরেন্স			ক্যাশ	ষ্টক
১৭৯	ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স	২৬/০৬/২০১২	২০১১১২	১০.০০	৫% বো
১৮০	ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স	২০/০৬/২০১২	২০১১১২	১৫.০০	৫% বো
১৮১	ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স	০৭/০৬/২০১২	২০১১১২	৪০.০০	-
১৮২	সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স	০২/০৫/২০১২	২০১১১২	-	১৫% বো
১৮৩	কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্স	২৭/০৬/২০১২	২০১১১২	১৫.০০	-
১৮৪	রূপালী ইন্স্যুরেন্স	০৫/০৪/২০১২	২০১১১২	-	২০% বো
১৮৫	ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স	১৭/০৫/২০১২	২০১১১২	৫০.০০	১০% বো
১৮৬	ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স	০৫/০৭/২০১২	২০১০১২	-	১২% বো
১৮৭	রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স	৩০/০৪/২০১২	২০১১১২	১৫.০০	১৫% বো
১৮৮	পূরবি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স	২৮/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
১৮৯	প্রগতি ইন্স্যুরেন্স	৩১/০৫/২০১২	২০১১১২	১৫.০০	১০% বো
১৯০	সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স	২৮/০৬/২০১২	২০১১১২	-	৪৮% বো
১৯১	প্রাইম ইন্স্যুরেন্স	১৮/০৪/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
১৯২	পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স	১৩/০৬/২০১২	২০১১১২	-	৩০% বো
১৯৩	মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স	২৭/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
১৯৪	অগ্রনী ইন্স্যুরেন্স	২৬/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
১৯৫	গোবাল ইন্স্যুরেন্স	২৮/০৪/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
১৯৬	পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স	১৯/০৬/২০১২	২০১১১২	-	৪০% বো
১৯৭	ফারইস্ট ইসলামী ইন্স্যুরেন্স	২৪/১০/২০১১	২০১০১২	-	৪০% বো
১৯৮	মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স	০৪/০৮/২০১১	২০১০১২	-	৪০% বো
১৯৯	নিটল ইন্স্যুরেন্স	১৬/০৫/২০১২	২০১১১২	৫.০০	৮% বো
২০০	প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স	২১/০৯/২০১১	২০১০১২	-	১২% বো
২০১	এশিয়া প্যাসিফিক জেনা. ইন্স্যুরেন্স	৩০/০৭/২০১১	২০১০১২	১০.০০	-
২০২	সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স	২১/০৭/২০১১	২০১০১২	-	১২% বো
২০৩	প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স	১৫/০৯/২০১১	২০১০১২	-	১২% বো
২০৪	প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স	১৪/০৬/২০১২	২০১১১২	-	৫% বো
২০৫	সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স	০৫/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
২০৬	কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স	০৭/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
২০৭	তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স	৩০/০৫/২০১২	২০১১১২	-	১৭% বো
২০৮	স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স	২০/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
২০৯	নর্দান জেনারেল ইন্স্যুরেন্স	১৩/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১৫% বো
২১০	রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স	৩১/০৫/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
২১১	এশিয়া ইন্স্যুরেন্স	২৮/০৬/২০১২	২০১১১২	১৫.০০	১৫% বো

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	শেষ এজিএম তারিখ	গত বছরের শেষ	ডিভিডেন্ট (%)	
	ইন্স্যুরেন্স			ক্যাশ	ষ্টক
২১২	রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স	১৮/০৮/২০১১	২০১০১২	-	১৪% বো
২১৩	ইসলামী ইন্স্যুরেন্স	২৫/০৪/২০১২	২০১১১২	-	১০% বো
২১৪	প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স	২৮/০৬/২০১২	২০১১১২	-	১২% বো
২১৫	ঢাকা ইন্স্যুরেন্স	২৮/০৬/২০১২	২০১১১২	-	২৫% বো
৪১	মোট				
	টেলিকমিউনিকেশন				
২১৬	গ্রামীন ফোন	১০/০৪/২০১২	২০১১১২	২০৫.০০	-
১	মোট				
	ট্রাভেল এন্ড লেজার				
২১৭	ইউনাইটেড এয়ার	২০/০৯/২০১১	২০১১০৬	-	১০% বো
২১৮	বাংলাদেশ সার্ভিসেস	২৩/০৭/২০১১ ২০১০১২	-	২০% বো	
২	মোট				
	বিবিধ				
২১৯	আরামিট	১৬/০৬/২০১২	২০১১১২	৫০.০০	-
২২০	বিএসসি	২৬/০৬/২০১২	২০১১০৬	-	-
২২১	জি কিউ বলপেন	২১/০৬/২০১২	২০১১১২	১০.০০	২০% বো
২২২	ওসমানিয়া গ্লাস	২৫/১১/২০১১	২০১১০৬	-	২০% বো
২২৩	সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ	০৫/০১/২০১২	২০১১০৬	৫.০০	-
২২৪	সিনোবাংলা ইন্ডাষ্ট্রিজ	০৩/০৫/২০১২	২০১১১০	১০.০০	-
২২৫	মিরাকল ইন্ডা.	২৪/১২/২০১১	২০১১০৬	-	৫% বো
২২৬	বার্জার পেইন্টস	২৯/০৪/২০১২	২০১১১২	১৮০.০০	-
৮	মোট				

২০১১-১২ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ এর পরবর্তী কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ :

তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ :

অভিযোগের প্রকৃতি	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	মিমাংসিত
ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করা অথবা দেরীতে প্রদান			
ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদ প্রদান না করা			
শেয়ার ট্রান্সফার সম্পর্কিত			
রাইট অফারের পত্র না পাওয়া			
বার্ষিক প্রতিবেদন না পাওয়া			
রিফান্ড ওয়ারেন্ট সংক্রান্ত			
শেয়ারের ডিমেট সংক্রান্ত			
বিবিধ			
মোট	**১৬২**	**৯৭**	**১২৪**

এসইসি এর নোটিফিকেশন নং এসইসি/এসআরএমআইসি/৯৪-২৩১/২৭১ তারিখ ১২.১০.২০১১ অনুযায়ী ডিএসই, সিএসই এবং সিডিবিএল তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিমাংসা করে এবং কমিশনের নিকট উপরোক্ত ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণ করে।

বিগত কয়েক বছরে অভিযোগ নিস্পত্তির হার :

ইস্যুয়ার এর বিরুদ্ধে অভিযোগ :

অর্থবছর	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	নিস্পত্তির হার (%)
২০০৭-২০০৮	৭৯	৮২.২৮
২০০৮-২০০৯	১১৩	৯২.০৩
২০০৯-২০১০	১৭৯	৮২.৬৮
২০১০-২০১১	১৩১	৮৭.৭৮
২০১১-২০১২	১৬২	৭৬.৫৪

বিগত কয়েক অর্থবছরে তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে গৃহীত অভিযোগ এবং তা নিষ্পত্তির চিত্রঃ

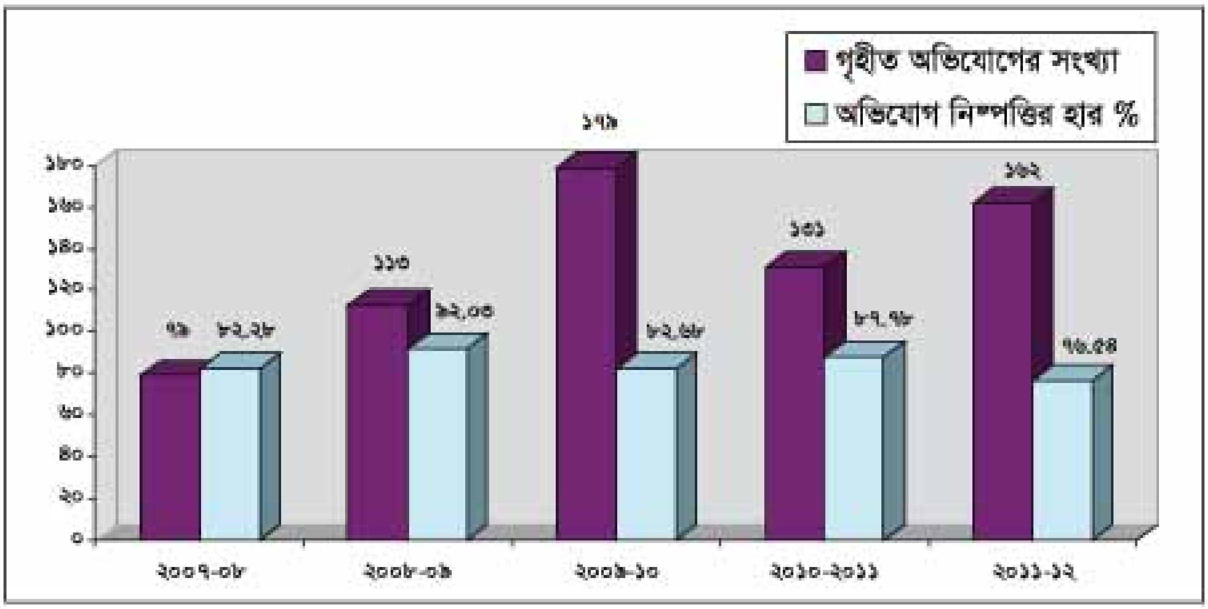

তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশ এর বিবরণী :

২০১১-১২ অর্থবছরে ২২৬ টি কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা করেছে। ২১১ টি কোম্পানি নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ঘোষিত লভ্যাংশ এর ভিত্তিতে কোম্পানিসমূহের বিভাজন নিম্নে দেয়া হলোঃ

কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণার হার	কোম্পানির সংখ্যা
১০% বা এর বেশী লভ্যাংশ	১৯৭
১০% এর কম লভ্যাংশ	১৪
মোট	২২৬

সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই)

সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ বিভাগ মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার, ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্টস, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান ব্যাংক, মার্কেট মেকার্স, সিকিউরিটি লেন্ডারস ও বরোয়ার্স ইত্যাদি বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিপালনীয় কার্যাদির তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই বিভাগ স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, ডিপি ও মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসআরআই বিভাগ সাধারণ বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের অভিযোগ নিয়েও কাজ করে থাকে। উক্ত বিভাগ জুলাই-২০১১ থেকে জুন-২০১২ ইং পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করেছে ঃ

ক) বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ।

অভিযোগের প্রকৃতি	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিএসই/সিএসই'তে প্রেরণ	নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ
শেয়ার হারানো সংক্রান্ত	৩			৩	
অনুমোদন ব্যতীত শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত	১৮			১১	৭
শেয়ার হস্তান্তর না করা সংক্রান্ত	১				১
বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরিশোধ না করা	৭			৪	৩
ফোর্স সেল	২৩	১	৩	১৪	৫
শেয়ার হস্তান্তর না করার কারণে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি	৩			২	১
নিস্পত্তিকরণের ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়া সংক্রান্ত	১				১
শেয়ার না পাওয়া সংক্রান্ত	৪			২	২
স্টক ডিলার/ব্রোকার এর দুর্নীতি/অনিয়ম	১১	৩		৫	৩
বিবিধ	১৬	২		৮	৬
মোট	৮৭	৬	৩	৪৯	২৯

খ) এসআরআই বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিদর্শন	পরিদর্শনের সংখ্যা	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	নিষ্পত্তি	মন্তব্য
০১.	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার	মাসিক নিয়মিত পরিদর্শন	৩১	৬	১৮	প্রক্রিয়াধীণ ৭
		বিশেষ পরিদর্শন	৪	৪	-	-
০২.	মার্চেন্ট ব্যাংক	মাসিক নিয়মিত পরিদর্শন	২	২	-	-
		মোট	৩৭	১২	১৮	৭

ইস্যুয়ার এবং স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/মাচেন্ট ব্যাংক এর বিরুদ্ধে অভিযোগ:

অর্থবছর	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তির হার (%)
২০০৪-০৫	১০৫	৪৮.৫৭
২০০৫-০৬	৮৪	৮৪.৫২
২০০৬-০৭	১১৮	৮০.৫১
২০০৭-০৮	৯৪	৮১.৯১
২০০৮-০৯	১৫৮	৯২.৪০
২০০৯-২০১০	২১৮	৭৭.২৩
২০১০-২০১১	১৭৭	৮৪.১৮
২০১১-২০১২	২৪৫	৬২.৪৪

স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/মাচেন্ট ব্যাংক এর বিরুদ্ধে অভিযোগ:

অর্থবছর	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তির হার (%)
২০০৭-০৮	১৫	৮০.০০
২০০৮-০৯	৪৫	৯৩.৩৩
২০০৯-১০	৩৯	৭১.৭৯
২০১০-২০১১	৪৬	৭৩.৯১
২০১১-২০১২	৮৭	৩৩.৩৩

স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকার /মার্চেন্ট ব্যাংক এর বিরুদ্ধে গৃহীত অভিযোগ এবং তা নিষ্পত্তির চিত্র-

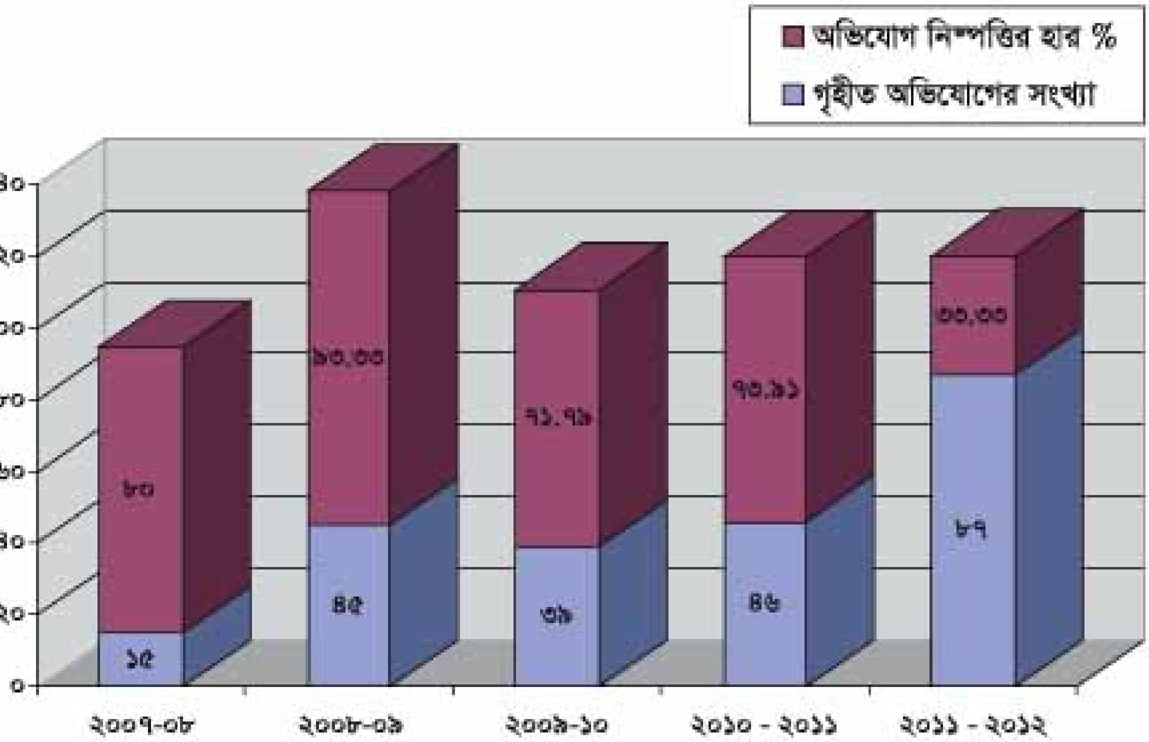

সিডিএস

কমিশনের সিডিএস বিভাগ ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ এবং এর অধীনে প্রনীত প্রবিধানমালা মোতাবেক সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) এর কর্মকান্ড সহ ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট সমূহের কর্মকান্ড, তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের শেয়ার ডিপজিটরি ব্যবস্থায় আনয়ন, ডিম্যাট ফর্মে সিকিউরিটিজ ইস্যু, শেয়ার হস্তান্তর, বিও হিসাব তদারকি এবং এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/আদেশ জারী করে থাকে। ডিপজিটরি পদ্ধতির ফলে শেয়ার ইস্যু, লেনদেন এবং হস্তান্তরের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তথা সিকিউরিটিজ লেনদেন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এখন সময়সীমাও কমে এসেছে।

ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সিডিবিএল এ ১৮১৬৮৭ টি বিও একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ১৩ টি কোম্পানি, ৬টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসহ মোট ১৯ টি সিকিউরিটিজ সিডিএস ভুক্ত হয়েছে। জুন ২০১২ পর্যন্ত সিডিবিএল এ চালু বিও একাউন্টের সংখ্যা ২,৩৯২,৭৭৪ টি এবং ২৯৪ টি সিকিউরিটিজ ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। বর্তমানে পুঁজিবাজারের অধিকাংশ সিকিউরিটিজ এর লেনদেন ও হস্তান্তর অটোমেটেড সিস্টেমে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে সম্পাদিত হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বাজার মূলধনের ১০০% সিডিএসভুক্ত সিকিউরিটিজ।

আলোচ্য অর্থবছরে সিডিবিএল তাদের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার উন্নত করে ধারনমতা বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া তাদের Disaster Recovery System ও উন্নত করেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিও হিসাব এর ব্যালেন্স জানার পাশাপাশি মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমেও বিও একাউন্টে সিকিউরিটিজ এর ডেবিট ও ক্রেডিট সম্পর্কে জানার সুবিধা চালু করা হয়েছে।

২০১১-১২ অর্থবছরে সিডিএস এ যোগদানকৃত কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তালিকা **পরিশিষ্ট-১০** তে প্রদান করা হয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট

সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার দরুন এনফোর্সমেন্ট বিভাগ পুঁজিবাজারে আইন অমান্য/লংঘন কারীর বিরুদ্ধে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক জরিমানা আরোপসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকে। সিকিউরিটিজ আইনের আওতায় পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। পরিদর্শন/তদন্ত কালে সিকিউরিটিজ আইন পরিপালন না করা সংক্রান্ত প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইনের বিধান অনুসারে ইস্যুয়ার ও পুঁজি বাজার সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা ও শুনানি সম্পন্ন করে কমিশনের নিকট তা পেশ করা হয়। কমিশন সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতার কারণে ইস্যুয়ার কোম্পানি, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্মস, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে গৃহীত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমসমূহ **পরিশিষ্ট-১১** তে প্রদর্শন করা হয়েছে।

আইন

কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনায় কমিশনের পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবীগণকে সার্বিক সহায়তা প্রদান, কমিশনের অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ইস্যুতে আইনগত মতামত প্রদান এবং কমিশন কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা দায়ের ও পরিচালনা ইত্যাদি আইন বিভাগ সম্পাদন করে থাকে।

এসইসি কর্তৃক এবং এসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মোট ৩৯৫টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে এসইসি কর্তৃক ৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এসইসি'র বিরুদ্ধে ২৪টি মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাসমূহের আদালত ভিত্তিক অবস্থান পরিশিষ্ট-১২ তে প্রদর্শন করা হয়েছে।

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)

অটোমেশন ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে এসইসির বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদনে সম্ভাব্য সহায়তা দেয়া, কম্পিউটারাইজড তথ্য বিশ্লেষণ ভিত্তিক পুঁজিবাজার মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলা, ওয়েবের মাধ্যমে সকলকে সিকিউরিটিজ আইন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে অবগত করা এবং কমিশনকে আধুনিক ইনফরমেশন টেকনোলজি পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা এমআইএস বিভাগের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে এসইসির সকল কর্মকর্তা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকেন। অফিসের সকল কম্পিউটার ল্যান এর আওতাভুক্ত। এসইসিতে তৈরীকৃত ইন্টিগ্রেটেড সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন অটোমেটেড সিস্টেম (SECAS) সফটওয়ার এর বিভিন্ন মডিউল বিভিন্ন বিভাগের ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হয়েছে। এসইসির কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের ওয়ার্ক স্টেশন থেকে সংযুক্ত ল্যানের মাধ্যমে ১ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট শেয়ারড ভিত্তিতে ব্যবহার করে থাকেন। এসইসি'র ওয়েব সাইটে (www.secbd.org) সিকিউরিটিজ আইন, আইপিও প্রসপেক্টাস, এলিজিবল সিকিউরিটিজ, ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্টস, এনফোর্সমেন্ট এ্যাকশনস, বার্ষিক ও ত্রৈমাষিক রিপোর্ট, বিনিয়োগকারীদের জন্য তথ্য ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা নিয়মিত আপডেট করা হয় এবং ওয়েব সাইটটি প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জুলাই ২০১১ - জুন ২০১২ এ ভিজিটর সংখ্যা প্রায় ১৩০,০০০। আলোচিত অর্থ বছরে ওয়েব সাইটে প্রসপেক্টাস স্থাপন করা হয়েছে ২৬টি, এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন স্থাপন করা হয়েছে ২২৯টি, অন্যান্য আদেশ/নোটিফিকেশন/ডাইরেক্টিভ ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে ২৭টি, ত্রৈমাষিক প্রতিবেদন স্থাপন করা হয়েছে ১টি, বার্ষিক প্রতিবেদন স্থাপন করা হয়েছে ২টি (বাংলা ও ইংরেজী), মতামতের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া রুল স্থাপন করা হয়েছে ১২টি এবং অন্যান্য তালিকা প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক আপডেট করা হয়েছে ।

বিভিন্ন সফটওয়ার সিস্টেম ঃ

সার্ভিলেন্স মডিউল
সিএফডি মডিউল
রেজিস্ট্রেশন মডিউল
এনফোর্সমেন্ট মডিউল
পারসোনেল মডিউল
ইস্যুয়ার মডিউল
ডকুমেন্ট ট্রাকিং মডিউল
রিসিপসনডেস্ক মডিউল
র‌্যানডম ইনসপেকশন সিলেকশন সিস্টেম
লটারী ভেরিফিকেশন সিস্টেম
ডিজিটাল পেপার কিপিং সিস্টেম

এমআইএস বিভাগ উল্লেখিত সিস্টেমসমূহের ডেভেলপমেন্ট, মডিফিকেশন ও মেইন্টেন্যানসের কাজ করে থাকে।

গবেষণা ও উন্নয়ন

গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীদের জন্য পুঁজিবাজার বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন, কমিশনের প্রকাশনা সমূহ নিয়মিত প্রকাশকরণ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্যাদি/উপাত্ত প্রেরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে।

২০১১-১২ অর্থ বছরে কমিশনের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করেছে :

প্রতিবেদন প্রকাশনা :

বার্ষিক প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী) ঃ ২০১০- ২০১১

ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (৪টি) ঃ সেপ্টেম্বর ২০১১- জুন ২০১২

শিক্ষামূলক কার্যক্রম :

সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজার বিষয়ে ধারনা দেয়ার নিমিত্ত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতি মাসে দু'টি করে(দুই দিনব্যাপী) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী কমিশন কার্যালয়ে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য শিামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। উক্ত কার্যক্রমে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা অংশগ্রহণ করেছেন যাতে কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, রুলস/রেগুলেশন, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগ, সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম, ডিপজিটরি সিস্টেম, শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

বাজার মধ্যস্থতাকারীদের পুঁজিবাজার সম্পর্কে জ্ঞান দান এবং পেশাগত দতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য সময়ে কমিশন ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। উক্ত কার্যক্রমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের অনুমোদিত প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সম্পর্কে ধারনা দেয়ার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক একটি বুকলেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাদটিকা: নিউজ লেটার, বুকলেট, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করা হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার একটি দ্রুত বর্ধনশীল পুঁজিবাজার হলেও বর্ধনশীল এই বাজারে কখনও কখনও বাজার ধ্বস বাজারের বিভিন্ন দিক উন্নয়নের পাশাপাশি কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কারের দাবী রাখে। বুক বিল্ডিং পদ্ধতি, পরিচালকদের শেয়ার ধারন, সার্ভিল্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন এগুলির অন্যতম। কমিশন বুক বিল্ডিং পদ্ধতি ও পরিচালকদের শেয়ার ধারণ বিষয়ে ইতিমধ্যে সংস্কার করেছে। এ বাজারে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে সরকারি, বেসরকারি ও বহুজাতিক লাভজনক কোম্পানিসমূহের শেয়ার পুঁজিবাজারে আনয়নের মাধ্যমে সিকিউরিটিজের যোগান বৃদ্ধির নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কমিশন পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের বিকল্প বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পুঁজিবাজারের গভীরতা বাড়ানোর ব্যাপারে স্টক এক্সচেঞ্জ ও বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতায় ডেরিভেটিভসহ নতুন নতুন ইন্সট্রুমেন্ট ইস্যুর জন্য কাজ করার পাশাপাশি মৌল ভিত্তি সম্পন্ন লাভজনক কোম্পানি সমূহকে আকৃষ্ট করার জন্য ইতিমধ্যেই বুক বিল্ডিং পদ্ধতির সংস্কার করেছে। পুঁজিবাজারের বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনিয়োগকারীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক জ্ঞানার্জনের বিষয়টিও অতি গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের জন্য বিশেষায়িত একটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট "বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট" ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাছাড়া নিম্নবর্নিত বিষয়সমূহের বাস্তবায়নের ব্যাপারে কমিশন কাজ করছে :

- সরকারি, বেসরকারি ও বহুজাতিক লাভজনক কোম্পানিসমূহের শেয়ার পুঁজিবাজারে আনয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যাতে পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজের যোগান বৃদ্ধি পায়।
- ইস্যুয়ার কোম্পানিসহ বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করা।
- সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিশোধ পদ্ধতি অনলাইন এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনের জন্য একটি ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।
- স্টক এক্সচেঞ্জ এর ডিমিউচ্যুয়ালাজেশন প্রতিষ্ঠার মাধমে বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানো।
- দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতার উন্নয়নের জন্য একটি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।
- কোম্পানি সমূহের বার্ষিক হিসাব বিবরণী বস্তুনিষ্ঠভাবে তৈরী ও নিরীক্ষকগণ কর্তৃক তা যেন যথাযথভাবে নিরীক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য একটি রেগুলেটরী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়তা প্রদান।
- বর্তমানে পুঁজিবাজারে বন্ড/ডিবেঞ্চার ইস্যুর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বন্ড ইস্যু রুলস প্রণয়ন ও জারী ।
- সরকারি ও কর্পোরেট বন্ড পুঁজি বাজারে জনপ্রিয় করার জন্য উপায় বের করা ও কার্যক্রম গ্রহণ।
- ডেরিভেটিভস ইন্সট্রুমেন্টের লেনদেন শুরুর জন্য আইনগত কাঠামো তৈরী ও ডেরিভেটিভস সিকিউরিটিজ এর ট্রেডিং চালু।

- সার্ক অঞ্চলের কোম্পানি সমূহের ক্রস বর্ডার লিষ্টিং এর ক্ষেত্রে অভিন্ন লিষ্টিং রেগুলেশন তৈরীতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- পুঁজিবাজারের আইনগত বিধি বিধান অব্যাহতভাবে পর্যালোচনা এবং ইস্যুয়ারসহ সকল বাজার মধ্যস্থতাকারীদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন/নতুন বিধি জারীর কাজ অব্যাহত রাখা।
- পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কমিশনের সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতি শক্তিশালী ও জোরদার করা।
- কমিশনের উপর ন্যস্ত কার্যাবলী সুচারু ও ফলপ্রসূভাবে সম্পাদনের জন্য পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন জনবল বৃদ্ধি করা এবং কর্মকর্তাদের পেশাগত মানোন্নয়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা।
- পুঁজিবাজার বিষয়ক মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য পৃথক ট্রাইবুনাল গঠন।

কমিশনের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন সরকারের রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভূক্ত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। কমিশনের যাবতীয় চলতি ব্যয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত রাজস্ব বাজেট থেকে নির্বাহ করা হয়। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী কমিশনের একটি তহবিল রয়েছে। সরকারি অনুদান এবং কমিশনের নিজস্ব প্রাপ্তি নিয়ে এ তহবিল গঠিত যা থেকে কমিশনের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কমিশনের নিজস্ব প্রাপ্তির মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন ফি, পুঁজি উত্তোলন সংক্রান্ত আবেদন/সম্মতি প্রদান ফি, জরিমানা আদায়, বি, ও, একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ ফি ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত। বাজেট বরাদ্দ অনুয়ায়ী কমিশনের নিজস্ব আয় সমন্বয় সাপেক্ষে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ ছাড় করা হয়ে থাকে।

গত বছরগুলিতে কমিশনের নিজস্ব প্রাপ্তি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর হতে কমিশন তার মোট খরচের ১০০% নিজস্ব প্রাপ্তি হতে সংকুলান করেছে। আলোচ্য ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে কমিশনের নিজস্ব প্রাপ্তি ৩৩.৫৩ কোটি টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত জের ৮৩.৯৭৭ কোটি টাকা। এতে মোট প্রাপ্তির পরিমান টাকা ১১৭.৫০৭ কোটি। যা হতে কমিশনের ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। পান্তরে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে কমিশনের নিজস্ব প্রাপ্তি ছিল ৯৩.৭২২ কোটি টাকা। আলোচ্য ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে রাজস্ব ও মূলধন খাতে ব্যয় হয়েছে ৮.৭২৩ কোটি টাকা । বিগত ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে উক্ত খাতে ব্যয়ের পরিমান ছিল ৯.৭৪৫ কোটি টাকা। **(পরিশিষ্ট-১৩ ও ১৪)**।

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	জুন ৩০,২০১২	জুন ৩০,২০১১	%পরিবর্তন
কোম্পানির সংখ্যা	২৩৮	২৩২	২.৫৯
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	৪১	৩৫	১৭.১৪
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	৮	৮	-
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	২২১	২১২	৪.২৫
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	৩	৩	-
সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৫১১	৪৯০	৪.২৯
		কোটি	
কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা	৩,৩৫৮.৬৮	১৭৩২.১	৯৩.৯১
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা	৩৭৪.৩৭	২৭৬.২	৩৫.৫৪
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	০.০৪১	০.০৪১	-
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	০.৫৪৮	০.৫০০	৯.৬০
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	০.৬৮০	০.৭০৭	(৩.৮২)
লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৩,৭৩৪.৩২	২০০৯.৬	৮৫.৮২
		কোটি টাকা	
বার্ষিক লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (ভলিযম)	১,৮৫৭.৯৮	১,৯৬৯.৫২	(৫.৬৬)
বার্ষিক লেনদেনর পরিমাণ	১১৭,১৪৫.১৪	৩২৫,৯১৫.২৬	(৬৪.০৬)
ইস্যুকৃত ট্রেজারী বন্ড	৫৪,৯৩৮.১০	৫০,১১১.৩০	৯.৬৩
কর্পোরেট বন্ডের ইস্যুকৃত মূলধন	৬৮০.১৫	৭০৬.৯০	(৩.৭৮)
সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন	৯৩,৩৬২.৯৬	৮০,৬৮৩.৯০	১৫.৭১
মোট বাজার মূলধন	২৪৯১৬১.২৯	২৮৫,৩৮৯.২২	(১২.৬৯)
সিকিউরিটিজের মূল্য সূচক	৩৮৭৭.৬৪ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)	৫০৯৩.১৯ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)	(২৩.৮৭)

পরিশিষ্ট -২

৩০ জুন ২০১১ তারিখে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ও সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা, ইস্যুকৃত মূলধন, বাজার মূলধন, সিকিউরিটিজ এর লেনদেনের পরিমাণ এবং শেয়ার মূল্য সূচক নিম্নে দেওয়া হল।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার
জুন ৩০, ২০১২

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ
কোম্পানির সংখ্যা	২৩৮	২০৭
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	৪১	৪১
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	৮	--
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	২২১	--
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	৩	৩
সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৫১১	২৫১

কোটি টাকায়

কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা	৩৩৫৮.৬৮	৩২৭০.৬৫
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা	৩৭৪.৩৬	৩৭৪.৩৬৭
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	০.০৪০	--
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	০.৫৪	--
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	০.৬৮	০.৬৮
মোট লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৩৭৩৪.৩২	৩৬৪৫.৭১

কোটি টাকায়

কোম্পানি সমূহের ইস্যুকৃত মূলধন (শেয়ার)	৩৩৯৮৭.০০	৩৩০৯২.৮৫
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইস্যুকৃত মূলধন	৩৭৪৩.৬৭	৩৭৪৩.৬৭
ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার	১৪.০২	--
সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন	৯৩৩৬২.৯৫	৩৭৫২২.০২
বাজার মূলধন	২৪৯১৬১.২৯	১৮৭১৫৩.২৯

শেয়ার এর মূল্য সূচক	৩৮৭৭.৬৪ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)	১৩,৭৩৬.৪২ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)

পরিশিষ্ট-৩

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	জুন ৩০,২০১২	জুন ৩০,২০১১	%পরিবর্তন
কোম্পানির সংখ্যা	২০৭	২০০	৩.৫
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	৪১	৩৫	১৭.১৪
ডিবেঞ্চার/কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	৩	৩	০
সিকিউরিটিজের সংখ্যা	২৫১	২৩৮	৫.৪৬
	কোটি	কোটি	
কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা	৩২৭০.৬৫	১৬৬৮.৪৫	৯৬.০৩
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা	৩৭৪.৩৬	২৭৬.২৫	৪০.০৮
ডিবেঞ্চারের/কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	০.০৬৮৫৫	০.৭০৭০৬৮	(৯৯.৮১)
লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৩৬৪.৫৭	১৯৪৫.৪	(৯৯.৮১)
	কোটি	কোটি	
বার্ষিক লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	২৫২	২৭২	(৭.২৫)
বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ	১৩,৪৮৫.৪৮	৩২১৭৬.৪০	(৫৮.০৯)
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন	৩৭৫২২.০২	৩০২৯১.৭৩	২৩.৮৭
মোট বাজার মূলধন	১,৮৭,১৫৩.২৯	২২৩৭৫৮.৫০	(১৬.৩৬)
সকল সিকিউরিটিজের মূল্য সূচক	১৩,৭৩৬.৪২ (সকল শেয়ার এর মুল্য সূচক)	১৭০৫৯.৫৩০২ (সকল শেয়ার এর মুল্য সূচক)	(১৯.৪৮)

পরিশিষ্ট-৪

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম
জুলাই ২০১১ - জুন ২০১২

সময়	মূল্য সূচক (সকল শেয়ার মূল্য সূচক)	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)		মোট লেনদেন (কোটি টাকা)		বাজার মূলধন	
		মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়	কোটি টাকা	আগের মাসের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই '২০১১	৫,৩৮০.১০	৩,৪৪৭	১৭২	২৯৮,১৭৩	১৪,৯০৯	৩,০৩২,৬৫৩	৬.২৬
আগষ্ট	৫,১৯৫.৬৮	১,১০৪	৬৫	৮৮,৬৪৯	৫,২১৫	২,৯৫৭,৮৫৮	(২.৪৭)
সেপ্টেম্বর	৪,৯৪৪.৯৬	৮১৯	৪১	৭০,৫৭২	৩,৫২৯	২,৮৩৩,২১২	(৪.২১)
অক্টোবর	৪,২০৫.০৭	৯৩০	৪৪	৬৯,৯৯১	৩,৩৩৩	২,৫২৫,৩৪৭	(১০.৮৭)
নভেম্বর	৪,৪০৩.৩৭	১,০২৬	৬০	৬৯,৫১৫	৪,০৮৯	২,৬২৪,০৯২	৩.৯১
ডিসেম্বর	৪,০৮৩.৯৪	১,২৮০	৬৭	৬১,৫৩০	৩,২৩৮	২,৬১৬,৭৩১	(০.২৮)
জানুয়ারি ২০১২	৩,৪৮৮.৯৯	১,৭৮৫	৮১	৮৮,৭৭১	৪,০৩৫	২,২৩০,৩৫৪	(১৪.৭৭)
ফেব্রুয়ারি	৩,৯২৭.০৩	১,৩৮০	৭৩	৫৭,২৪৪	৩,০১৩	২,৪২২,৬৪১	৮.৬২
মার্চ	৪,১৭২.৯৫	১,৭৫৪	৮৮	৮৪,১২৩	৪,২০৬	২,৫৭২,১১০	৬.১৭
এপ্রিল	৪,২৮০.১৪	২,৯৪৫	১৩৪	১৭৬,৬০৩	৮,০২৭	২,৬৫৯,১৮২	৩.৩৯
মে	৪,০০৭.৩৩	১,২৭০	৬০	৬৬,৯১৮	৩,১৮৭	২,৫৩২,০৪২	(৪.৭৮)
জুন ২০১২	৩,৮৭৭.৬৪	৮৪১	৪২	৩৯,৩৬৪	১,৯৬৮	২,৪৯১,৬১৩	(১.৬০)
মোট ২০১১-২০১২		১৮৫৮০	৭৮	১,১৭১,৪৫১.৪১	৪৯২২		

পরিশিষ্ট-৫

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম

জুলাই ২০১১ - জুন ২০১২

সময়	মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)		মোট লেনদেন (কোটি টাকা)		বাজার মূলধন	
	(সকল শেয়ার মূল্য সূচক)	মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়	কোটি টাকা	আগের মাসের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই '২০১১	১৮,৩৭৫.৫৩	৪৪.০৫	২.২০	৩১১৩.৫৯	১৫৫.৬৮	২৪২৭৪০.৮২	৮.৪৮
আগষ্ট	১৭,৬৭৩.২৭	১৬.৯৪	.৯৯	১০৭০.৭৩	৬২.৯৮	২৩০১৪০.৯৯	-৫.১৯
সেপ্টেম্বর	১৬,৬৬৮.৯৪	১৪.০২	.৭০	১০০৯.৫১	৫০.৪৮	২১৭৭৯৪.০৫	-৫.৩৬
অক্টোবর	১৪,৪১৪.০২	১৪.৮৪	.৭০	৮৮৩.৯০	৪২.০৯	১৯০৩৪০.১৫	-১২.৬১
নভেম্বর	১৫,০০৫.২৯	১৪.০৪	.৮২	৭৪৭.২৭	৪৩.৯৬	১৯৭৬৪৬.৯৭	৩.৮৪
ডিসেম্বর	১৪,৮৮০.৩৭	১৩.৩৬	.৭৮	৬৮৭.৩৩	৩৬.১৮	১৯৭২৪২.৩৪	-০.২০
জানুয়ারি ২০১২	১২,২১২.৪৯	২২.৩৩	১.০১	৯,৯৮.৭১	৪৫.৩৬	১৬২৫১৬.৩৭	-১৭.৬১
ফেব্রুয়ারি	১৩,৪৬২.৩৭	২১.১৭	১.১১	৭,৯৬.৯২	৪১.৯৪	১৭৮৯৪৩.৭৪	১০.১১
মার্চ	১৪,৪৩১.৭২	২২.৬১	১.১৩	৯,৪০.৪৮	৪৭.০২	১৯২৬৯৩.৬৭	৭.৬৮
এপ্রিল	১৫,১৯৬.১৪	৩০.০৮	১.৩৬	১৫,৬১.৭৬	৭০.৯৮	২০৪৩৪১.৯১	৬.০৪
মে	১৪,০৮৯.৫৭	২১.১৩	১.০০	৯,১৭.৮৬	৪৩.৭০	১৯০২৫৭.৯৮	-৬.৮৯
জুন ২০১২	১৩,৭৩৬.৪২	১৫.০৪	.৭৫	৬,৭৪.৮৮	৩৩.৭৪	১৮৭১৫৩.২৯	-১.৬৩
মোট ২০১১-২০১২		২৪৯.৬৬		১৩৪০২.৯৬			

বাজার মূলধন মাসের শেষ কার্য দিবসের।

পরিশিষ্ট-৬

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বিগত পাঁচ বছরের লেনদেন কার্যক্রম

জুলাই ২০০৭ - জুন ২০১২

সময়	সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)	মোট লেনদেন		বাজার মূলধন	
			কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)	কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই'২০০৭ -জুন ২০০৮	৩০০০.৫০	৩৭৬.১১	৫৪,৩২৮.৪৩	২২৯.৯২	৯৩,১০২.৫২	৯৫.৬৫
জুলাই'২০০৮ -জুন ২০০৯	৩০১০.২৬	৫৭৫.৭৯	৮৯,৩৭৮.৯২	৬৪.৫১	১২৪,১৩৩.৮৯	৩৩.৩৩
জুলাই'২০০৯ -জুন ২০১০	৬১৫৩.৬৮	১০১৩.৩৪	২৫৬,৩৫০.৫৪	১৮৬.৮১	২,৭০,০৭৪.৪৬	১১৭.৫৬
জুলাই'২০১০ -জুন ২০১১	৬১১৭.২৩	১৯৬৯.৫২	৩২৫৯১৫.২৬	২৭.১৪	২৮৫৩৮৯.২২	৫.৬৭
জুলাই'২০১১ -জুন ২০১২	৪৫৭২.৮৮	১৮৫৮.৮০	১১৭১৪৫.১৪	(৬৪.০৬)	২৪৯১৬১.২৯	(১২.৬৯)

বাজার মূলধন ও মূল্য সূচক মাসের শেষ কার্য দিবসের

জুন ২০০৮ - জুন ২০১২ সময়ে ডিএসই'র বাজার মূলধন এবং সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক এর চিত্র-

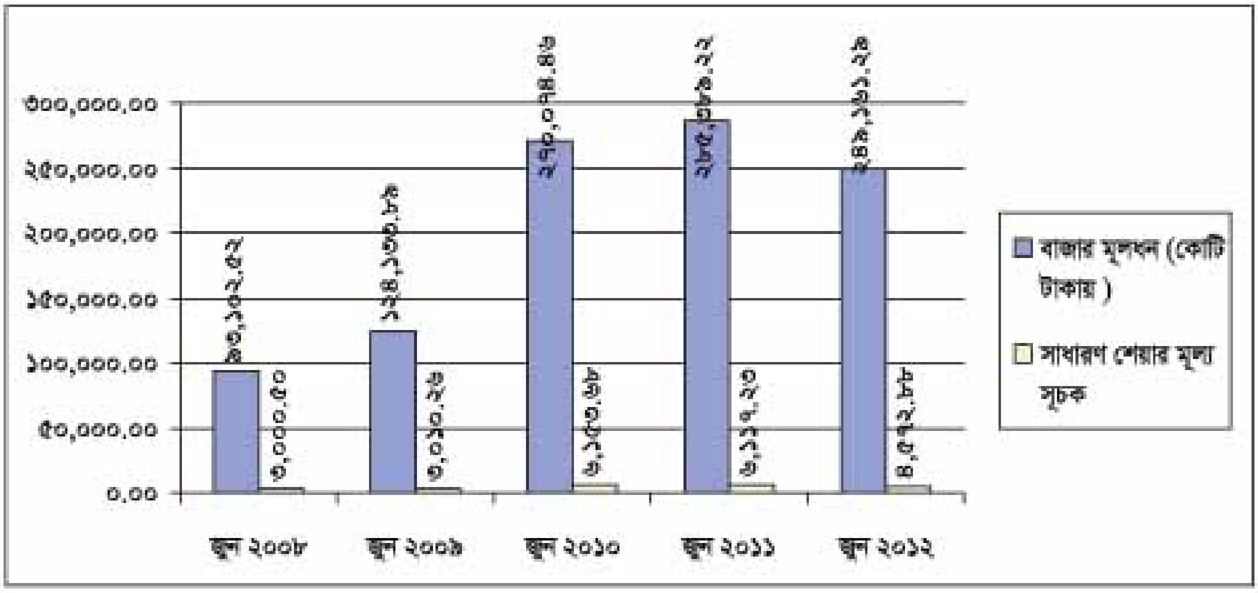

বিগত পাঁচ বছরে ডিএসই'র সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (কোটি টাকায়)

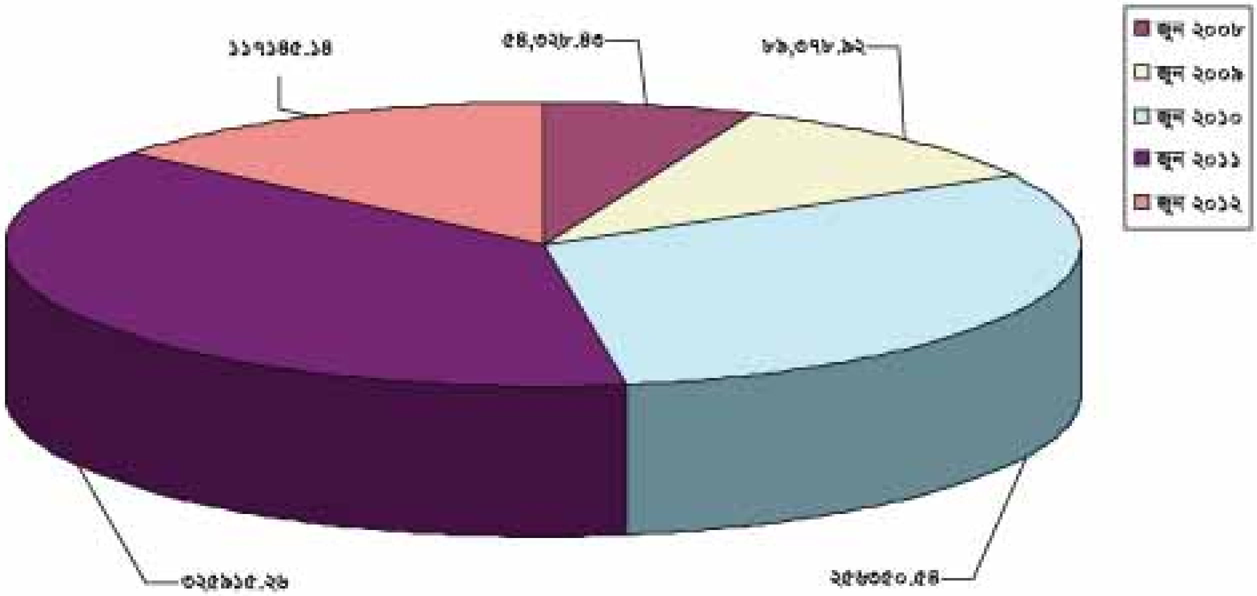

পরিশিষ্ট-৭

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের বিগত পাঁচ বছরের লেনদেন কার্যক্রম

জুলাই ২০০৭ - জুন ২০১২

সময়	সকল শেয়ার মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)	মোট লেনদেন		বাজার মূলধন	
			কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)	কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই'২০০৭ -জুন ২০০৮	৯০৫০.৫৬৩২	৭৪.৮৯	৭,৯২৫.৪১	১৩১.৯০	৭৭,৭৭৪.৩০	৯৪.৮০
জুলাই'২০০৮ -জুন ২০০৯	১০৪৭৭.৬৭	১১৮.২০	১২,৫১৪.৯০	৫৭.৯০	৯৬,২৪৭.৭০	২৩.৭৫
জুলাই'২০০৯ -জুন ২০১০	১৮১১৬.০৫	১৩৯.৫২	২১,৭১১.২৩	৭৩.৪৮	১,৫৩,৮৩৯.৩৩	১৬৩.৩২
জুলাই'২০১০ -জুন ২০১১	১৭০৫৯.৫৩০২	২৬৯.৩৯	৩২,১৬৮.২৩	৪৮.১৬	২,২৩,৭৫৮.৫০	৪৫.৪৪
জুলাই'২০১১ -জুন ২০১২	১৩৭৩৬.৪২	২৫২.৩৫	১৩,৪৮৫.৪৮	-৫৮.০৯	১,৮৭,১৫৩.২৯	-১৬.৩৬

জুন ২০০৮ - জুন ২০১২ সময়ে সিএসই'র বাজার মূলধন এবং সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক এর চিত্র-

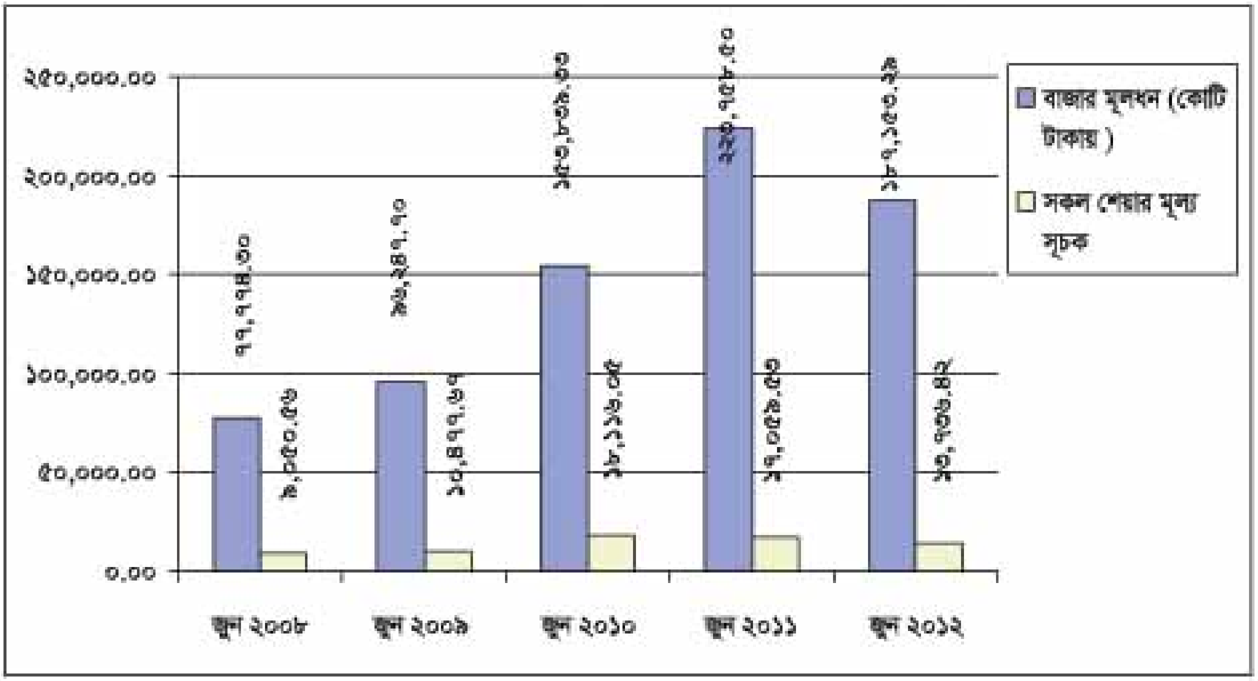

বিগত পাঁচ বছরে ডিএসই'র সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (কোটি টাকায়)

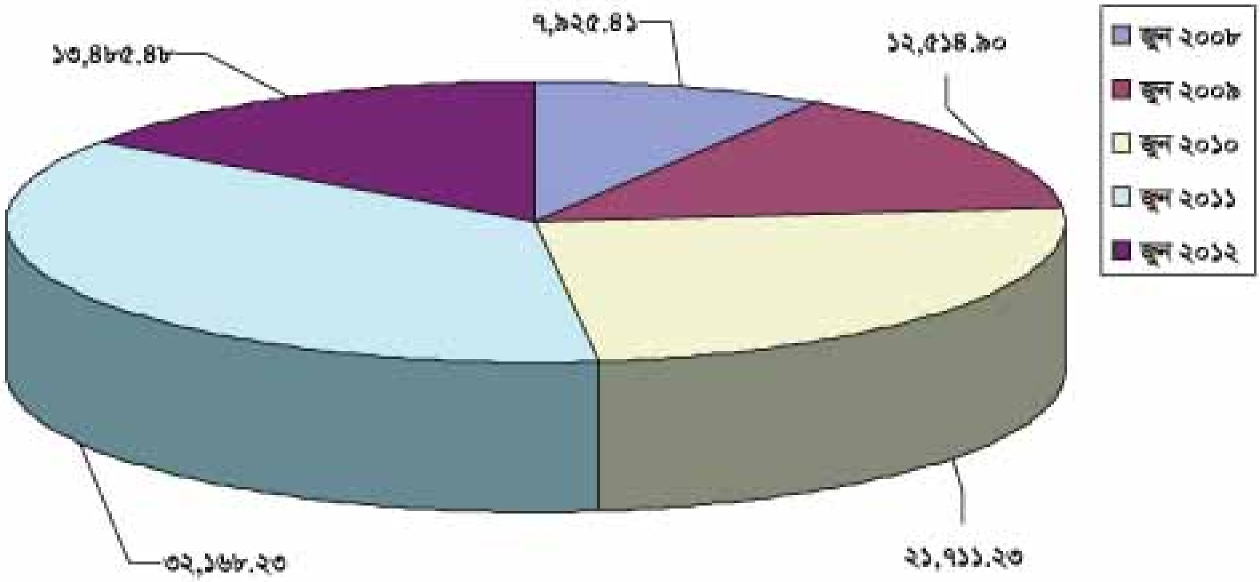

পরিশিষ্ট-৮

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম
০১।	আল-আমিন ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
০২।	আলফা টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ
০৩।	আমাম সি ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
০৪।	এপেক্স উইভিং এ্যান্ড ফিনিশিং মিলস লিঃ
০৫।	আরবি টেক্সটাইল মিলস লিঃ
০৬।	আশরাফ টেক্সটাইল মিলস লিঃ
০৭।	আজাদী প্রিন্টার্স লিঃ
০৮।	বাংলা প্রোসেস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
০৯।	বাংলাদেশ ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
১০।	বাংলাদেশ ডাইয়িং এ্যান্ড ফিনিশিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
১১।	বাংলাদেশ ইলেকট্রিসিটি মিটার কোং লিঃ
১২।	বাংলাদেশ হোটেলস লিঃ
১৩।	বাংলাদেশ লিফ টোব্যাকো কোং লিঃ
১৪।	বাংলাদেশ লাগেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
১৫।	বাংলাদেশ প্ল্যান্ট্যাশন লিঃ
১৬।	বাংলাদেশ জিপার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
১৭।	বিডি মনস্পোল পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ
১৮।	বেঙ্গল বিস্কুট লিঃ
১৯।	বেঙ্গল ফাইন সিরামিকস লিঃ
২০।	বায়োনিক সি ফুড এক্সপোর্ট লিঃ
২১।	চিক টেক্স লিঃ
২২।	ডান্ডি ডায়িং লিঃ
২৩।	ঢাকা ফিসারিজ লিঃ
২৪।	ডায়নামিজ টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
২৫।	ঈগল স্টার টেক্সটাইল মিলস লিঃ
২৬।	এক্সেলসিয়র সুজ লিঃ
২৭।	গচি হাটা এ্যাকুয়াকালচার ফার্মস লিঃ
২৮।	জার্মান বাংলা জে ভি ফুড লিঃ
২৯।	গালফ ফুডস লিঃ
৩০।	হিল প্ল্যান্টেশন লিঃ
৩১।	হিমাদ্রি লিঃ
৩২।	লেক্সকো লিঃ
৩৩।	এম হোসেন গার্মেন্ট ওয়াশিং এ্যান্ড ডাইয়িং লিঃ

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম
৩৪।	ম্যাক এন্টার প্রাইজ লিঃ
৩৫।	ম্যাক পেপার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
৩৬।	মেঘনা শ্রিমপ কালচার লিঃ
৩৭।	মেটালেক্স কর্পোরেশন লিঃ
৩৮।	মিতা টেক্সটাইলস লিঃ
৩৯।	মডার্ণ সিমেন্ট লিঃ
৪০।	মডার্ণ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
৪১।	মোনা ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
৪২।	মন্নু ফেব্রিক্স লিঃ
৪৩।	নিলয় সিমেন্ট ইন্ডা.লিঃ
৪৪।	পদ্মা সিমেন্ট লিঃ
৪৫।	পদ্মা প্রিন্টারস এন্ড কালারস লিঃ
৪৬।	পেপার প্রোসেসিং এ্যান্ড প্যাকেজিং লিঃ
৪৭।	পারফিউম ক্যামিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
৪৮।	পেট্রো সিনথেটিকস প্রোডাক্টস লিঃ
৪৯।	ফার্মাকো ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৫০।	ফনিক্স লেদার কমপ্লেক্স লিঃ
৫১।	কাশেম সিল্ক মিলস লিঃ
৫২।	কাশেম টেক্সটাইল মিলস লিঃ
৫৩।	রহমান ক্যামিক্যালস লিঃ
৫৪।	রাঙ্গামাটি ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
৫৫।	রাসপিট ডাটা ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন লিঃ
৫৬।	রাসপিট আইএনসি. বিডি লিঃ
৫৭।	রোজ হেভেন বলপেন লিঃ
৫৮।	সজিব নিট ওয়্যার এ্যান্ড গার্মেন্টস লিঃ
৫৯।	সালেহ্ কার্পেট মিলস লিঃ
৬০।	সোনালী পেপার এ্যান্ড বোর্ড মিলস লিঃ
৬১।	শ্রী পুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ
৬২।	তমিজুদ্দিন টেক্সটাইল মিলস লিঃ
৬৩।	দি ইঞ্জিনিয়ারস লিঃ
৬৪।	থেরাপিউটিকস (বাংলাদেশ) লিঃ
৬৫।	টিউলিপ ডেইরি এ্যান্ড ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
৬৬।	ওয়াটা ক্যামিক্যালস লিঃ
৬৭।	ওয়ান্ডার ব্রান্ড টয়স লিঃ
৬৮।	ইউসুফ ফাওয়ার মিলস লিঃ

পরিশিষ্ট-৯

জুলাই ২০১১-জুন ২০১২ ইং পর্যন্ত সময়কালের কমিশন কর্তৃক প্রসপেক্টাস প্রকাশের অনুমোদিত কোম্পানির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	ইস্যু ম্যানেজারের নাম	অনুমোদনের তারিখ	শেয়ার প্রতি লিখিত মূল্য	মোট মূলধন (টাকায়) (৯+১৩)	স্পন্সর ইক্যুইটি (প্রিমিয়াম ছাড়া), (টাকায়) লোকাল	বৈদেশিক	মোট	পাবলিক ইক্যুইটি (প্রিমিয়াম ছাড়া), (টাকায়) জেনারেল পাবলিক	করনের প্লেসমেন্ট placement	লোকাল প্লেসমেন্ট	মোট (১০+১১+১২)	মন্তব্য	চাঁদার পরিমান কলাম নং	চাঁদা গ্রহনের তারিখ আরম্ভ: শেষ:
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৭
১.	রংপুর ডেইরি এন্ড ফুড প্রোডাক্টস লিঃ	এলায়েন্স ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ	২১/০৭/২০১১	১০.০০	৪০.০০ কোটি	২৩.৬৫৮৬	-	২৩.৬৫৮	১৬.৪১	-	-	১৬.৩৪১৪	ইস্যু মূল টাকা ১৮.০০ (প্রতি শেয়ারে ৮.০০ টাকা প্রিমিয়াম সহ)	৫৪৬.৯৫৩৭৬	১১.০৯.২০১১ ১৫.০৯.২০১১
২.	জাহিন টেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	এএএ কনসালটেন্ট এন্ড ফিনান্সিয়াল এডভাইজারস লিঃ	০৮/০৮/২০১১	১০.০০	৪৫.০০	২৫.০০	-	২৫.০০	২০.০০	-	-	২০.০০	ইস্যু মূল টাকা ২৫.০০ (প্রতি শেয়ারে ১৫.০০ টাকা প্রিমিয়াম সহ)	৮০০.২৬৮৭৫ কোটি	১৮.০৯.২০১১ ২২.০৯.২০১১
৩.	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (আরপিও)	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	০৫/০৯/২০১১	১০০.০০	৮২.৭৪ কোটি	২০.০০ কোটি	-	২০.০০ কোটি	৬২.৭৪ কোটি	-	-	৬২.৭৪ কোটি	ইস্যু মূল্য টাকা ৫০০.০০ (প্রতি শেয়ারে ৪০০.০০ টাকা প্রিমিয়াম সহ)	৩৮১.৫৫২৭৫	০৯.১০.২০১১ ১৩.১০.২০১১
৪	জিবিবি পাওয়ার লিঃ	আইডিএলসি ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	৩০/১০/২০১১	১০.০০	৫০.৯৯৯৯৯ কোটি	৩০.৪৯৯৯৯ কোটি	-	৩০.৪৯৯৯৯ কোটি	২০.৫০ কোটি	-	-	২০.৫০ কোটি	ইস্যু মূল্য ৪০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার (প্রিমিয়াম ৩০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার)	৭১.৯৫২	২৬/০২/১২ ০১/০৩/১২
৫	জিএসপি ফিনান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	২৭/১১/২০১১	১০.০০	৪৭.৬৪৬০৮ কোটি	১৭.০৯২০৪৪ কোটি	১০.৫৫৪০৬৬ কোটি	২৭.৬৪৬০৮ কোটি	২০.০০ কোটি	-	-	২০.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ২৫.০০ টাকা প্রতি শেয়ার (প্রিমিয়াম ১৫.০০ টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৮৮.৬১	০৮.০১.১২ ১২.০১.১২

৬	পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ	ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিঃ	২৯/১১/ ২০১১	১০.০০	৩০.০০ কোটি	১৮.০০ কোটি	-	১৮.০০ কোটি	১২.০০ কোটি	-	-	১২.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার	৫৮৭.৩৬৫৫	২২.০১.১২ ২৬.০১.১২
৭	জিপিএইচ ইস্পাত লিঃ	এএএ কনসালটেন্টস এন্ড	১১/১২/ ২০১১	১০.০০	৯০.০০ কোটি	৭০.০০ কোটি	-	৭০.০০ কোটি	২০.০০ কোটি	-	-	২০.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ৩০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার (প্রিমিয়াম ২০.০০	১৪৯.৩৬২৫	০২/০২.১২ ০৯.০২.১২
৮	সায়হাম কটন মিলস লিঃ	লংকা বাংলা ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮/১২/ ২০১১	১০.০০	১৩৫.২৫ কোটি	৮৭.৭৫ কোটি	-	৮৭.৭৫ কোটি	৪৭.৫০ কোটি	-	-	৪৭.৫০ কোটি	ইস্যু মূল্য ২০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার (প্রিমিয়াম ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার)	২৭০.৮৯১	০৪.০৩.১২ ০৮.০৩১২
৯	বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানী লিমিটেড	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	২৪/০১/ ২০১২	১০.০০	১১৮.৫০৯১৭ কোটি	৮৭.৫০৯১৭ কোটি	-	৮৭.৫০৯১৭ কোটি	৩১.০০ (১০ লক্ষ শেয়ার কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষিত)	-	-	৩১.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য.৩৫.০০ টাকা প্রতি শেয়ার (প্রিমিয়াম ২৫.০০ টাকা প্রতি শেয়ার)	২৫৩.৭৮৪৩ কোটি	১৮.০৩.১২ ২২.০৩.১২
১০	ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট লিমিটেড	ব্র্যাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	২৩/০২/ ২০১২	১০.০০	২৫৬.০০ কোটি	২৩০.০০ কোটি		২৩০.০০ কোটি	২৬.০০ কোটি	-	-	২৬.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য.৭৫.০০ টাকা প্রতি শেয়ার (প্রিমিয়াম ৬৫.০০ টাকা প্রতি শেয়ার)	৪০৩.৮৪২৭৫	১৫.০৪.১২ ১৯.০৪.১২
১১	আমরা টেকনোলজিস লিমিটেড	লংকা বাংলা ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	০৪/০৩/ ২০১২	১০.০০	৪১.৯৪৬৫১২ কোটি	২০.৩৭৪৫১২ কোটি	-	২০.৩৭ ৪৫১২ কোটি	২১.৫৭২ কোটি	-	-	২১.৫৭২ কোটি	ইস্যু মূল্য.২৪.০০ টাকা প্রতি শেয়ার (প্রিমিয়াম ১৪.০০ টাকা প্রতি শেয়ার)	১১৪.৯৯২৪	০১.০৪.১২ ০৫.০৪.১২
১২	এনভয় টেক্সটাইলস লিঃ	লংকা বাংলা ইনভেস্টমেন্ট লিঃ এবং আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	০৫/০৬/ ২০১২	১০.০০	১৬০.০০ কোটি	১০০.০০ কোটি	-	১০০.০০ কোটি	৬০.০০	-	-	৬০.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ৩০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার (প্রিমিয়াম ২০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার)	-	২৯.০৭.১২ ০২.০৮.১২

পরিশিষ্ট-১০

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	সিডিএস এ অন্তর্ভূক্তির তারিখ
০১	ওয়াটা কেমিক্যালস লিমিটেড	নভেম্বর ১৪, ২০১১
০২	তমিজুদ্দিন টেক্সটাইল	নভেম্বর ২৪, ২০১১
০৩	ওয়ান্ডারল্যান্ড টয়েস লিমিটেড	নভেম্বর ২৪, ২০১১
০৪	রংপুর ডেইরি এন্ড ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড	নভেম্বর ২৮, ২০১১
০৫	জাইনটে ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	নভেম্বর ২৮, ২০১১
০৬	লেক্সো লিমিটেড	ডিসেম্বর ২২, ২০১১
০৭	রহমান কেমিক্যালস লিমিটেড	ডিসেম্বর ২২, ২০১১
০৮	জিএসপি ফিন্যান্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড	এপ্রিল ০৯, ২০১১
০৯	পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স লিমিটেড	এপ্রিল ১৮, ২০১১
১০	জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড	এপ্রিল ১৯, ২০১১
১১	জিবিবি পাওয়ার পাওয়ার লিমিটেড	জুন ১৩, ২০১২
১২	বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড	জুন ১৪, ২০১২
১৩	সায়হাম কটন মিলস্ লিমিটেড	জুন ২৪, ২০১২

মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তালিকা :

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	সিডিএস এ অন্তর্ভূক্তির তারিখ
০১	রিলায়েন্স ওয়ান দি ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্সুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড	জুলাই ০৭, ২০১১
০২	এল আর গোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান	সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১১
০৩	এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	জানুয়ারী ২৯, ২০১২
০৪	এন এল আই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	ফেব্রুয়ারী ২৭, ২০১২
০৫	ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড	মার্চ ১৯, ২০১২
০৬	এনসিসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান	মে ২৪, ২০১২

পরিশিষ্ট-১১

ইস্যুয়ার কোম্পানি এর বিরুদ্ধে :

কারণ	ইস্যুয়ার কোম্পানি এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরন
আর্থিক হিসাব বিবরণীতে সঠিক ও স্বচ্ছ তথ্য প্রতিফলিত না হওয়া	৫	জরিমানা
নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	৫	জরিমানা
অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	২১	জরিমানা
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	৮	জরিমানা
নির্দেশনা/নোটিফিকেশন/আদেশ পরিপালনে ব্যর্থতা	৫	জরিমানা
ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	১৩	জরিমানা
নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	৫	সতর্কীকরণ
অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	৩	সতর্কীকরণ
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১৮	সতর্কীকরণ
নির্দেশনা/নোটিফিকেশন/আদেশ পরিপালনে ব্যর্থতা	৭	সতর্কীকরণ
ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	১৭	সতর্কীকরণ
মোট	৮৫	

চার্টার্ড একাউন্টটেন্ট ফার্ম এর বিরুদ্ধে :

কারণ	চার্টার্ড একাউন্টটেন্ট ফার্ম এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরন
ইস্যুয়ারের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
মোট	১	

স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর বিরুদ্ধে :

কারণ	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরন
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	৪৭	সতর্কীকরণ
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	২৯	জরিমানা
মোট	৭৬	

ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি এর বিরুদ্ধে :

কারণ	অনুমোদিত প্রতিনিধি এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরন
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
মোট	১	

ইস্যু ম্যানেজার এর বিরুদ্ধে :

কারণ	ইস্যু ম্যানেজার এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরন
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	জরিমানা
মোট	১	

অন্যান্য :

কারণ	সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরন
BIFCL এর শেয়ার ট্রেডিং এ বিধি ৪(১) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা ১৯৯৫ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	জরিমানা
বিচ হ্যাচারী লিমিটেড এর শেয়ার ট্রেডিং এ সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	২	জরিমানা
আফটাব অটোমোবাইল লিমিটেড এর শেয়ার ট্রেডিং এ সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	জরিমানা
আফটাব অটোমোবাইল লিমিটেড এর শেয়ার ট্রেডিং এ সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেড এর শেয়ার ট্রেডিং এ সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	জরিমানা
সোস্যাল ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড এর শেয়ার ট্রেডিং এ নোটিফিকেশন নং . SEC/CMRRCD/2009-193/49/Admin/03-48 dated July 14, 2010 সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	৪	জরিমানা
ফাইন ফুড লিমিটেড এর শেয়ার ট্রেডিং এ সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	৬	সতর্কীকরণ
ফাইন ফুড লিমিটেড এর শেয়ার ট্রেডিং এ বিধি-৪(১) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	৪	জরিমানা
মোট	২০	

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কর্তৃক ইস্যুয়ার কোম্পানি, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্মস, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী, ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্টস,ইস্যু ম্যানেজার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মোট ১৮৪টি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

পরিশিষ্ট-১২

বর্তমানে এসইসি কর্তৃক এবং এসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মোট ৩৯৫ টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

মামলা সমূহের আদালত ভিত্তিক অবস্থান নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	আদালতের নাম		মামলার সংখ্যা
০১.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	আপীল বিভাগ	০৬টি
		হাইকোর্ট বিভাগ	১৫৮টি
০২.	বিশেষ জজ আদালত ও পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা		০১টি
০৩.	৩য় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, ঢাকা		০১টি
০৪.	মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা		০১টি
০৫.	মহানগর দায়রা জজ ১ম অতিরিক্ত আদালত, ঢাকা		০২টি
০৬.	মহানগর দায়রা জজ ৫ম অতিরিক্ত আদালত, ঢাকা		০১টি
০৭.	১ম যুগ্ম দায়রা জজ আদালত, ঢাকা		০১টি
০৮.	মহানগর দায়রা জজ ১ম সহকারী আদালত, ঢাকা		০১টি
০৯.	৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকা		০১টি
১০.	৫ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকা		০৯টি
১১.	৪র্থ সহকারী জজ আদালত, ঢাকা		০১টি
১২.	নবাবগঞ্জ সহকারী জজ আদালত, ঢাকা		০১টি
১৩.	চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা		০৮টি
১৪.	জেনারেল সার্টিফিকেট আদালত, ঢাকা		২০৩টি
	মোট মামলার সংখ্যা ঃ		**৩৯৫টি**

০২. ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে এসইসি'র পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা ঃ

এসইসি কর্তৃক/ এসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	মামলার সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বিবরন
এসইসি'র কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা	০৯টি	সিকিউরিটিজ আইন ভংগের কারনে কমিশন কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদায় এর জন্য PDR Act, ১৯১৩ এর অধীনে মোট ০৭ টি সার্টিফিকেট মামলা এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর ১৭(ই) ধারা লঙ্ঘন করায় সৈয়দ সিরাজউদ্দোলা গং এর বিরুদ্ধে ১টি এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর ১৭(ই) এবং (ii) এবং (v) ধারার লঙ্ঘন করায় আবু সাদাত মোঃ সায়েম গং এর বিরুদ্ধে ১ টি সহ মোট ২ টি পিটিশন মামলা দায়ের করা হয়।
এসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	২৪টি	সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন কমিশনের জরিমানার আদেশ চ্যালেঞ্জ করে এবং অন্যান্য কারনে হাইকোর্ট বিভাগে ২৪টি রীট মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-১৩

আর্থিক অবস্থার বিবরনী

৩০ জুন, ২০১২ (সাময়িক)

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০১১-২০১২		২০১০-২০১১
	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত প্রাপ্তি	প্রকৃত প্রাপ্তি
সরকারি মঞ্জুরী ঃ	**০.০১০**		
প্রারম্ভিক জের (পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত অর্থ)		৮৩.৯৭৭	৪০.২৯৪
ছাড়কৃত সরকারি মঞ্জুরী	০.০১০	০.০০	০
মোট সরকারি মঞ্জুরী	০.০১০	০.০০	০.০০
কমিশনের বিবিধ প্রাপ্তি	১৩.২২০	৩৩.৫৩	৫৩.৪২৮
মোট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	**১৩.২৩০**	**১১৭.৫০৭**	**৯৩.৭২২**
পরিশোধ ঃ	খাতওয়ারী বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
রাজস্ব ব্যয়	১১.৫১৫	৮.২০৮	৮.৮৯৮
মূলধনী ব্যয়	১.৪২৫	০.৪৫৫	০.৬১০
ঋণ/অগ্রীম প্রদান	০.২৯০	০.০৬০	০.১২৭
পূর্ত ব্যয়	০.০০০	০.০০	০.১১০
মোট পরিশোধ/ব্যয়	**১৩.২৩০**	**৮.৭২৩**	**৯.৭৪৫**
সমাপনী জের (অব্যয়িত অর্থ)		**১০৮.৭৮৪**	**৮৩.৯৭৭**

পরিশিষ্ট-১৪

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

বিবিধ আয়/প্রাপ্তির বিবরণ

৩০ জুন, ২০১২

ক্রমিক	বিবরণ	টাকার পরিমান	
নং	ক) আয় ঃ	২০১১-২০১২	২০১০-২০১১
১	স্টক ডিলার/ব্রোকার রেজিস্ট্রেশন ফি	৫,৬৪৬,০০০.০০	৮,৫৯৮,৫০০.০০
২	মার্চেন্ট ব্যাংক ও এসেট ম্যানেজমেন্ট কোং রেজিস্ট্রেশন ফি	৩,৩১৪,০০০.০০	৬,৬২৩,১৩৪.৪০
৩	মিউচুয়াল ফান্ড রেজিস্ট্রেশন ফি	২৮,৮৮১,৬১২.৫৬	১৭৮,৭০৯,২১৫.০৩
৪	অথারাইজড রিপ্রেজিন্টটিভ রেজিস্ট্রেশন ফি	১,৬৯২,২০০.০০	২,৩৪৭,৬০০.০০
৫	IPO, Application, filing, Right issue & Consent fee	৭৮,৯৪৯,১৯০.৩৮	৮৭,৯৬৬,০৯৯.৭০
৬	জরিমানা আদায়	৬২,৫১১,৯১৬.৩১	২৮,৭৩১,৫০০.০০
৭	প্রকাশনা বিক্রয় (ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, আইন বই ইত্যাদি)	১০,২০০.০০	৩৪৮,৪০০.০০
৮	দরপত্র তফসিল (সিডিউল বিক্রয়)	২৯,৫০০.০০	১৭,৫০০.০০
৯	স্ক্র্যাপ ম্যাটেরিয়ালস্ (পুরাতন মালামাল বিক্রয়)	৫,৩৫৫.০০	৫২,২৭৫.০০
১০	Depository Participant & Security Custodial fee	৩,৪০৫,০০০.০০	২,১৫৬,৫০০.০০
১১	CDBL (B O A/C রেজিস্ট্রেশন ফি)	১৪৭,৭৯৭,০০০.০০	২০৯,৬৭৯,৫৭৫.০০
১২	ক্রেডিট রেটিং কোং ফি	৭৫,০০০.০০	২৫,০০০.০০
১৩	Notice pay	৫৩,৭৬০.০০	২২,৩৫০.০০
১৪	জমা টাকার উপর ব্যাংকের সুদ	-	২,৮০৫,৫২৮.০০
১৫	বাজেয়াপ্ত মানি	১,৬৪০,১৪৮.৫২	৫,৩০৩,০৯০.১৭
১৬	অন্যান্য প্রাপ্তি	১,২৬৯,৯৫৪.০০	৮৯০,৬২৯.৪৮
	সর্বমোট আয়/প্রাপ্তি	৩৩৫,২৮০,৮৩৬.৭৭	৫৩৪,২৭৭,১৯৬.৭৮

পরিশিষ্ট-১৫

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণ/ভ্রমনের বিষয়বস্তু	দেশ	তারিখ	ব্যাপ্তি (দিন)	উদ্যোক্তা
১.	প্রফেসর ডঃ এম. খায়রুল হোসাইন চেয়ারম্যান	AGM of IOSCO	চীন	১৩-১৭ মে ২০১২	৬	এসইসি
২.	প্রফেসর মোঃ হেলাল উদ্দিন নিজামী সদস্য	SEC's Annual International Institute for Securities Market Development	আমেরিকা	১৬ এপ্রিল-০২ মে, ২০১২	১৭	এসইসি
৩.	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন সদস্য	Investor Protection : The Latest Development in Research Investor Education and the New IOSCO Principles	স্পেন	২৫-২৮ অক্টোবর ২০১১	৪	এসইসি
		South Asia (SARiSA) technical assistance and training progrom	অস্ট্রেলিয়া	৩০ এপ্রিল-০৩ মে ২০১২	৪	AUST RAC
৪.	জনাব আরিফ খান সদস্য	SEC's Annual International Institute for Securities Market Development	আমেরিকা	১৬ এপ্রিল-০২ মে ২০১২	১৭	এসইসি
৫.	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সিকদার সদস্য	SEBI-OECD International Conference on Investor Education	ভারত	৩-৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২	২	এসইসি
৬.	জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম পরিচালক	Regional Seminar on Financial Reporting & Disclosure	ফিলিপাইন	২৫-২৯ জুন ২০১২	৫	এসইসি
৭.	জনাব মীর মোশাররফ হোসেন চৌধুরী পরিচালক	6th Regional Leadership Program for Securities Regulators	সিঙ্গাপুর	১৭-২২ জুন ২০১২	৬	এসইসি
৮.	মিসেস ফারহানা ফারুকী উপ-পরিচালক	6th Regional Leadership Program for Securities Regulators	সিঙ্গাপুর	১৭-২২ জুন ২০১২	৬	এসইসি
৯.	জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম মজুমদার উপ-পরিচালক	Regional Seminar on Financial Reporting & Disclosure	ফিলিপাইন	২৫-২৯ জুন ২০১২	৫	এসইসি
১০.	জনাব মোঃ ইউসুফ ভূইয়া উপ-পরিচালক	Regional Seminar on Financial Reporting & Disclosure	ফিলিপাইন	২৫-২৯ জুন ২০১২	৫	এডিবি
১১.	জনাব হাফিজ মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ উপ-পরিচালক	Regional Seminar on Financial Reporting & Disclosure	ফিলিপাইন	২৫-২৯ জুন ২০১২	৫	এডিবি

কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও নির্বাহীদের তালিকা
(৩০ জুন ২০১২ তারিখে)

চেয়ারম্যান ঃ

- অধ্যাপক ড. এম খায়রুল হোসেন

সদস্য ঃ

- প্রফেসর মোঃ হেলাল উদ্দিন নিজামী
- মোঃ আমজাদ হোসেন
- আরিফ খান
- মোঃ আঃ সালাম সিকদার

কমিশনের নির্বাহী ঃ

- মোহাম্মাদ আব্দুল হান্নান জোয়ারদার, নির্বাহী পরিচালক (লিয়েন বি,আই,সি,এম এ কর্মরত)
- মোঃ আনোয়ারুল কবির ভূঁইয়া, নির্বাহী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত)
- ফরহাদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক
- রুকসানা চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক
- এ, টি, এম, তারিকুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক
- মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক
- মোঃ সাইফুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক
- মোঃ আশরাফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক
- এম, হাছান মাহমুদ, নির্বাহী পরিচালক
- মাহবুবুল আলম, পরিচালক
- মাহবুবের রহমান চৌধুরী, পরিচালক
- কামরুল আনাম খান ,পরিচালক
- মোহাম্মদ রেজাউল করিম, পরিচালক
- মোহাম্মদ শফিউল আজম, পরিচালক
- রিপন কুমার দেবনাথ, পরিচালক
- মীর মোশাররফ হোসেন, পরিচালক
- মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক
- মোঃ মাহমুদুল হক, পরিচালক
- প্রদীপ কুমার বসাক, পরিচালক
- মোঃ মনসুর রহমান, পরিচালক

- রাজিব আহমেদ, পরিচালক
- মোঃ আবুল কালাম, পরিচালক
- মুহাম্মদ আবুল হাসান, পরিচালক
- শেখ মাহবুব -উর রহমান, পরিচালক
- ফারহানা ফারুকী, উপ-পরিচালক
- আবু রাইহান মোহাম্মদ মুতাসিম বিল্লাহ, উপ-পরিচালক
- মোঃ ফখরুল ইসলাম মজুমদার, উপ-পরিচালক
- এ.এস.এম.মাহমুদুল হাসান, উপ-পরিচালক
- মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান, উপ-পরিচালক
- মুক্তারী জাহান, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ শামসুর রহমান, উপ-পরিচালক
- মোঃ ইউসুফ ভূইয়া, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ হোসেন খান, উপ-পরিচালক
- মোঃ ওহিদুল ইসলাম, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন সরকার, উপ-পরিচালক
- মোঃ কাওসার আলী, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, উপ-পরিচালক
- হাফিজ মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, উপ-পরিচালক
- মোঃ ফারুক হোসেন, উপ-পরিচালক
- উম্মে সালমা, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, উপ-পরিচালক
- মোল্যা মোঃ মিরাজ-উস-সুন্নাহ, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ জোবায়ের উদ্দিন ভূইয়া, উপ-পরিচালক
- আবুল কালাম আজাদ, উপ-পরিচালক
- শেখ লুৎফুল কবির, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, উপ-পরিচালক
- এম. এ. মালেক, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
- মোহাম্মদ রকিবুর রহমান, সহকারি পরিচালক
- অনু দে, সহকারি পরিচালক
- মোঃ ইকবাল হোসাইন, সহকারি পরিচালক
- মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারি পরিচালক
- মোহাম্মদ জহিরুল হক, সহকারি পরিচালক
- সৈয়দ মুহাম্মদ গোলাম মাওলা, সহকারি পরিচালক
- সুলতানা পারভীন, সহকারি পরিচালক
- মাহমুদা শিরীন, সহকারি পরিচালক
- পারভীন আক্তার, সহকারি পরিচালক
- মোঃ রাশিদুল আলম, পিএস টু চেয়ারম্যান

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১১-২০১২

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন